৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ২৫ চৈত্র – ১ বৈশাখ, ১৪২৮–১৪২৯ ঃ ৯ এপ্রিল – ১৫ এপ্রিল, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 24, 9 April - 15 April, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সিবিআই-এর মঞ্চে দাঁড়িয়ে সিবিআই-এরই সমালোচনা

করলেন দেশের প্রধান বিচারপতি এন ভি রমানা। তাঁর মতে রাজনৈতিক রঙ বদলের সঙ্গে সিবিআইয়ের সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তার হেরফের এই সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে আতস কাঁচের তলায় ফেলে দিচ্ছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে নিয়ে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান তৈরি জরুরি।

রবিবার : মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হলেও কোভিড

মহামারি কেড়ে নিয়েছে বহু পরীক্ষার্থীকে। শিক্ষক মহলের ধারণা আর্থিক অনটনের কারণে বহু পড়ুয়াই পড়াশুনা ছেড়ে কাজের খোঁজে পাড়ি দিয়েছে অন্যত্র। কলকাতার চেয়ে পরীক্ষার্থীর গরহাজিরার সংখ্যা জেলাগুলিতে অনেক বেশি।

সোমবার : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিগ্রহে ক্ষুব্ধ শিক্ষামহল, নিন্দার

ঝড় বইছে সর্বত্র। অবশেষে মূল অভিযুক্ত শাসক দলের ছাত্রনেতা গিয়াসুদ্দিন মণ্ডলকে গ্রেফতার করল বিধাননগরের টেকনো সিটি থানার পুলিশ। তবে এখনও দল কোনো কঠোর ব্যবস্থা না নিয়ে ঘটনাকে লঘু করে দেখায় বিস্মিত সকলে।

মঙ্গলবার : এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতি সম্ভবত বৃহত্তম কেলেঙ্কারির ইঙ্গিত

দিচ্ছে রাজ্যে। উপদেষ্টা কমিটির আহ্বায়ক ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি। অন্য চার সদস্যও ডিভিশন বেঞ্চে সুরাহা না পেয়ে সিবিআই-এর জেরার মুখে পড়তে বাধ্য হলেন। বেরিয়ে আসছে স্বজনপোষণের দুর্গন্ধ।

বুধবার : যুদ্ধ হচ্ছে ইউরোপে, পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ছে ভারতে। একেই

বলে অর্থনীতির বিশ্বজনীনতা। নরসিমহা রাও-এর অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সৌজন্যে বিশ্বায়ন ঘটেছিল দেশে। তেলের নিয়ন্ত্রণ যখন উঠল তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী। এখন সেই গ্লোবালাইজেশনের পথ ধরে পেট্রলের মতো সেঞ্চুরি করল ডিজেলও।

বৃহস্পতিবার : বীরভূম জেলার শাসকদলের জেলা সভাপতি 'কুখ্যাত

বীরপুরুষ' অনুব্রত মণ্ডল আদালতে ঘুরে রক্ষা কবচ না পেয়ে কথা ছিল সিবিআই দফতরে যাওয়ার। কিন্তু বিরোধী জল্পনা সত্যি করে সেই বীরপুরুষ চুপচাপ অসুস্থ হয়ে ঢুকে গেলেন এসএসকেএম হাসপাতালে। চারিদিকে গুঞ্জন- সাবাস অভিনেতা!

শুক্রবার : রামপুরহাটের বগটুই হত্যাকাণ্ডে এই প্রথম গ্রেফতার করল

সিবিআই। চারজনকে ধরা হল মুম্বাই থেকে। আগের ২১ জনের সঙ্গে এই নিয়ে মোট ২৫ জনকে ধরা হল বগটুই কাণ্ডে। এর মধ্যে মুখবন্ধ খামে প্রাথমিক রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়েছে সিবিআই।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ওজন কমছে সামাজিক প্রকল্পের পাল্লায় ভারি অপরাধ

ওঙ্কার মিত্র

পুলিশ, আইবি বা গোয়েন্দাদের কোনো রিপোর্ট নয়, পশ্চিমবঙ্গের সামান্য খবরের কাগজে চোখ রাখলেই গত দু সপ্তাহ ধরে উঠে আসছে খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, মারামারি, ছিনতাই এমনকি রাজনৈতিক নেতাদের কটু ভাষণের ছবি। এ কোনও একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য নয়। সারা রাজ্য জুড়ে অপরাধের বিস্তার। গত এক সপ্তাহের খতিয়ান বলছে শুক্রবার সল্ট লেকে শিক্ষক দ্বারা ধর্ষিতা ছাত্রী, খড়দহে ভোরবেলা দুধ বিক্রেতার ওপর হামলা, বিকেলে নিউ টাউনে যুবক আক্রান্ত। শনিবার ময়নাগুড়িতে বৃদ্ধার ওপর ঘৃণ্য হামলা। মহিষাদলে রবিবার গ্রাম কমিটির অবৈধ ফতোয়া জারি। সোমবার মধ্যমগ্রামে ব্যাঙ্কের এটিএম লুঠ। মঙ্গলবার কল্যাণী স্টেশনে ছুরি নিয়ে হামলা। বুধবার ঝালদায় তপন কান্দু খুনের প্রত্যক্ষদর্শী নিরঞ্জন বৈষ্ণবের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। সপ্তাহের শেষ বেলায় বেলপাহাড়িতে ল্যান্ডমাইন উদ্ধার। অপরাধ, অস্ত্রশস্ত্র, বোমা-গুলি, ইডি-সিবিআই এখন রাজ্যের মূল চর্চার বিষয়। সামাজিক প্রকল্প, রুটি-রুজি, জীবন-জীবিকা চলে গিয়েছে পিছনের সারিতে। পাল্লায় ক্রমশ ভারি হয়ে পড়ছে অপরাধ।

অথচ এমনটা হবার কথা ছিল না। পরিবর্তনের পর বাম আমলের দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান ঘটাতে একদিকে যেমন তৃণমূল সরকার একের পর এক সামাজিক প্রকল্প ঘোষণা করেছে তেমনই আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ব্যাপক রদবদল ঘটিয়েছে প্রশাসনে। পুলিশ জেলা, থানা ভেঙে ছোট ছোট

করা হয়েছে অপরাধ সামাল দিতে। কিন্তু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে বেআব্রু রাজনৈতিক আগ্রাসন ও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সরকারের সুশাসনের দুই হাতিয়ার মাত্র দশ বছরেই ভোঁতা হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের রাজনীতিকরণের প্রমাণ দিচ্ছে এসএসসি, পাচারের বাড়বাড়ন্ত ও রাজনৈতিক অপরাধ আর পরিকল্পনার অভাব তুলে ধরেছে কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি)-এর রিপোর্ট। ২০২০-২১ আর্থিক বছরের এই রিপোর্ট দেখিয়েছে সরকারের অধিকাংশ প্রকল্পই ফোটার আগেই ঝরে পড়েছে পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাবে। তপসিলি মানুষদের পেনশন প্রকল্প বন্ধুতে বরাদ্দের পরিমাণ ৪৬ শতাংশ। আবার জনজাতি মানুষদের পেনশন প্রকল্প জয় জোহর-এ বরাদ্দের পরিমাণ ৫০ শতাংশেরও কম। এমএসএমই উদ্যোগগুলিতে সাহায্যের কথা থাকলেও কাউকেই সাহায্য করা হয় নি। বেকার যুবক-যুবতীদের ছোট ঋণ ও ভর্তুকিদান প্রকল্প কর্মসাথীর সাফল্য মাত্র ০.০৪ শতাংশ। এভাবেই চা সুন্দরী প্রকল্পে বরাদ্দ ০.০১ শতাংশ, এমএসএমই পার্ক তৈরি প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে প্রস্তাবিত বরাদ্দের মাত্র ৩৩ শতাংশ। সরকারের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রকল্প স্বাস্থ্যসাথী অভাব। এর সঙ্গে রয়েছে রাজ্যের আয়ে ঘাটতি। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো হিসাব না দেওয়ার অভিযোগে কমছে কেন্দ্রের বরাদ্দ। কেন্দ্র নজরদারি করে দেখেছে তাদের প্রকল্প এ রাজ্যে চলছে অন্য নামে, ভুয়ো উপভোক্তাও ধরা পড়েছে প্রচুর। তাই তাদের বরাদ্দে লাগাম পড়েছে রাজনৈতিক কারণেই। স্বাভাবিকভাবে একদিকে বাড়ছে ধারের পরিমাণ অন্যদিকে টান পড়ছে বরাদ্দে। ওজন কমছে জনপ্রিয় প্রকল্পের। ট্রেড ইউনিয়নগুলির মতে সামাজিক প্রকল্পে অর্থের টানাটানি এখন সর্বজনবিদিত।

কেন এমন হল? অর্থনীতিবিদদের মতে প্রকল্প রচনার সময় অর্থজোগানের পরিকল্পনার প্রকল্পগুলি ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়ার আরও একটা কারণ হল প্রশাসনের সংকোচন। যারা প্রকল্পগুলিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় সেই সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যা প্রতি মাসে কমছে। খালি পদে নিয়োগ বন্ধ। আর যারা থাকছেন তারাও অখুশি দীর্ঘদিন প্রাপ্য মহার্ঘভাতা না পেয়ে। সরকার চুক্তি বা দৈনিক মজুরির কর্মী দিয়ে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও সেই পরিষেবার মান কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না।

ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। গরিবের ঘরে যেমন অপরাধ, ক্ষোভ বিক্ষোভ জন্ম নেয় এ রাজ্যেও ঠিক তাই হচ্ছে। ফের অশান্তির রেখা স্পষ্ট হচ্ছে পাহাড়ে, জঙ্গলমহলে। ক্ষোভ ফুঁড়ে বেরোচ্ছে এখানে-ওখানে। এটাই তো দংশানোর উপযুক্ত সময়। তাকেই কাজে লাগিয়েছেন বিজেপি নেতা তথা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সংসদে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলাকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছেন সারা দেশের সামনে। বাঙালির অপমান মলম দিয়ে এই আক্রমণে প্রলেপ লাগালেও লুকনো যাচ্ছে না অপরাধের ধারাবাহিকতা। জাতীয় মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার অবনতিকে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা যে সুদূরপ্রসারী তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই রাজনৈতিক মহলের। এই গর্তে পা না দিয়ে রাজ্যে সুশাসন ফিরিয়ে আনা একান্ত জরুরি। অন্যথায় অন্ধকার ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে রাজ্যবাসীর জন্য।

বিদ্বজনদের আবেদন কি উপেক্ষিত?

শক্তি ধর

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বজন নিয়ে বিতর্ক প্রচুর। নিন্দুকেরা বলেন বাংলার বিদ্বজনরা 'ভেরি চুজি'। তারা কোন ঘটনায় রিঅ্যাক্ট করবেন তা মানবিক বিচারে নির্ভর করে না, করে মতবাদের বিচারে। ধর্মীয় আক্রোশে লেখিকাকে তাড়ালে এরা চুপ করে থাকেন। প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে সত্যি পরিবর্তন এনেছিল মানুষ। বিদ্বজনেরাও অনেকে পদ-সম্মান অনেক কিছু পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ তারা চুপ।

এহেন বিদ্বজনরা অনেকদিন পরে ফের মুখ খুলেছেন। বগটুই কান্ডে ব্যথিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পর্যন্ত লিখে ফেলেছেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসা করেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ

করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন পুলিশকে সক্রিয় করতে। আবার ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ইলেকশনে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসকে মনে করিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন যাতে এমন অরাজক পরিস্থিতি না হয়। এ চিঠি নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রী দেখেছেন এবং পড়েছেন কিন্তু তার কোনও প্রতিফলন চিঠি পরবর্তী পুলিশী কার্যকলাপে দেখা যাচ্ছে না। এরপর পাঁচের পাতায়

'এই হামলা জাতিগত আক্রোশ'

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার ঠাকুরনগরে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি ও জন্মদিবস উপলক্ষ্যে প্রতিবছর মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে মহা বারুণী স্নান ও মহা বারুণী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এবারও ৩০ মার্চ ছিল সেই মহা স্নান যোগ। এবার ছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১১তম আবির্ভাব দিবস বলে মতুয়াদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মতুয়াভক্তরা জমায়েত হন ঠাকুরনগরে। এবার ঠাকুরনগরগামী এরকমই একটি মতুয়া পুরুষ মহিলা যাত্রী বোঝাই গাড়িকে বারাসতে যশোর রোড সংলগ্ন কাজী পাড়া এলাকায় আটকে দুষ্কৃতী হামলা সহ মারধরের অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ব্যাপক ক্ষুব্ধ হন। এবং তিনি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ না করলে বিষয়টি মতুয়ারা তাদের মতো করেই বুঝে নেবে। এবং এর জন্য প্রশাসন দায়ী থাকবে বলে মন্তব্যও করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া মতুয়া সহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এদিন বারাসত থানাধীন যশোর রোড সংলগ্ন কাজী পাড়া এলাকার পাশাপাশি হাবড়া থানাধীন ভুঁইকুমড়ো ও গণদ্বীপায়ণ এই দুই জায়গাতেও দুষ্কৃতী হামলার ঘটনা ঘটে। তবে ভুঁই কুমড়ো ও গণদ্বীপায়ণে আড়াল থেকে ইট-পাটকেল গাড়ি লক্ষ্য করে ছোঁড়া হলেও কাউকে দেখা যায়নি এবং কেউ গুরুতর আহত হয়নি। তবে কাজী পাড়ার মতো হাবড়া থানাধীন এই জায়গা দুটোও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এখানে কেউ গুরুতর আহত না হলেও এবং প্রকাশ্যে কাউকে দেখা না গেলেও আমরা সংশ্লিষ্ট থানায় এই মর্মে এফআইআর দায়ের করেছি।

এরপর পাঁচের পাতায়

বনধ্ জানাচ্ছে মাও আতঙ্ক

কুনাল মালিক

কয়েকদিন ধরেই 'শান্ত' জঙ্গল মহলের পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার চোখে পড়ছিল। রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, স্পেশাল হোমগার্ড পদে অপরাধীদের নিয়োগ এবং স্থানীয় দুর্নীতি গ্রস্ত তৃণমূল নেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে ৮ এপ্রিল বাংলা বনধের ডাক দেয় মাওবাদীরা। এমনকি বন্ধ না মানলে মৃত্যুদণ্ডেরও হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ীতে আগের দিন একটি ল্যান্ডমাইনও উদ্ধার হয়। পুলিশ টহলদারীও বাড়ায়। কিন্তু শুক্রবার বাংলা বনধের ব্যাপক প্রভাব পড়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, শিলদা, দহিচুড়ি, লালগড়, বেলপাহাড়ীতে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতেও মিশ্র প্রভাব পড়ে।

শুনসান রাস্তাঘাট, বেসরকারী বাস, অটো বন্ধ। দু-একটি সরকারি বাস চলছিল। স্কুল-পঞ্চায়েতও বন্ধ ছিল। ২০১১ সালের মাও অধ্যুষিত জঙ্গলমহলের আতঙ্কের চিত্র যেন ফিরে আসে। মানুষজনকে সেভাবে রাস্তায় দেখা যায়নি। সংবাদ মাধ্যমের কাছে কেউ মুখ খুলতে চায় নি। তাদের চোখে মুখে একটা চাপা আতঙ্ক ছিল। লালগড় এলাকার এক সরকারী আধিকারিক জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ক্ষমতায় আসার পর মাওবাদীদের মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য স্পেশাল হোমগার্ড পদের সৃষ্টি করেন। অনেকে অস্ত্র ছেড়ে এই পদে যোগ দেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যারা চাকরি পাচ্ছেন তাদের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ মাওবাদী মনস্ক, অধিকাংশই তৃণমূলের নেতা, কর্মী কিংবা দাগী অপরাধী। এই বিষয়টি অনেকেই মানতে চাননি। তাই তারা তলে তলে সংগঠিত হয়। আবার অনেকেই স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। সেই ক্ষুব্ধ ও বঞ্চিত মানুষগুলোকে হয়তো মাওবাদী নেতারা আবার সংগঠিত করতে চাইছে। এই সমস্ত মানুষদের সমস্যা সমাধান না হলে হয়তো- আবারও মাও আতঙ্কের দিনে জঙ্গলে ফিরে আসতে পারে বলেই অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। ২০১১ সালে মাও নেতা কীষেনজীর মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে জঙ্গলমহল শান্ত হয়। জঙ্গলমহলে উন্নয়নও হয়। রাস্তা ঘাট, পানীয় জলের খাদ্যের সমাধান হয়। কিন্তু তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতি আর কর্মসংস্থানের সংকট আবার নতুন করে জঙ্গল মহলের বঞ্চিত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করছে। যা রাজ্য সরকারের কাছে অশনি সংকেত। তবে সাধারণ মানুষ কিন্তু আর পুরানো আতঙ্কের দিন ফিরে পেতে চাননা।

সিপিআইএম-এর লিঙ্গ পরিবর্তন

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

ধরা যাক, নাম ছিল- মলয়। হঠাৎ দেহগত পরিবর্তন ঘটিয়ে তার নাম এখন মালবিকা। আদিতে মলয় ছিলেন পুংলিঙ্গ। বর্তমানে ডাক্তারি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৌলতে তিনি হয়ে গেলেন- মালবিকা। অর্থাৎ স্ত্রী লিঙ্গ।

অ্যানাটমি বিশেষজ্ঞ এবং মনস্তত্ত্ববিদ্দের অভিমত অনুসারে হরমোন ঘটিত এবং জিন ঘটিত গরমিলের কারণে মলয়ের মধ্যে প্রথম থেকেই নারী সুলভ গুণগুলি বেশি পরিমানে ক্রীয়াশীল হওয়ায় ধাপে ধাপে তার বৃদ্ধি ঘটছিল। ফলে মলয়, নিজে মালবিকা হতে চাওয়ায় এবং পারিবারিক ভাবে তার অর্থ প্রাচুর্য থাকায় সে ডাক্তারি চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে পুরোদস্তুর নারী হয়ে গেলেন।

লেখার শুরুতেই এই ব্যাখ্যাটা দিলাম এই কারণে যে ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মলয়ের মতো রাজনৈতিক দলগুলিও তাদের লিঙ্গ (চরিত্র) পরিবর্তন করতে চলেছে। তার জলজ্যান্ত উদাহরণ- সিপিএম। এরা ছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টি। এখন তারা হয়ে গেলেন- 'রেড ভলেনটিয়ারস্।'

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সোসাইটি প্রথম থেকেই তাদের স্বেচ্ছাসেবী আদর্শকে সামনে রেখে বিশ্ব জুড়ে কর্মকাণ্ড করে থাকেন। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি ছিল বিপ্লবী পার্টি। শ্রমজীবী মানুষের দল। তাদের মূল কথা 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই'। তাদের আর একটি জবরদস্ত শ্লোগান- 'শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই, জয় করার জন্য আছে সারা দুনিয়া।' কিন্তু এই কম্যুনিস্ট পার্টি তথা সিপিএমের বুর্জোয়া, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

এরাজ্যে তাদের আন্দোলন এখন

বেণীমাধব শীল পঞ্জিকার মতো দিনক্ষণ নির্ঘন্ট মেনে করা হয়। যেমন- দুর্গা পুজোর আগে একটা বনধ। অবশ্যই হবে। বছরে একবার রাণী রাসমনীতে একটা জমায়েত। বছরের মধ্যেখানে বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশাল জনসভা। পার্টির শাখা সংগঠন অর্থাৎ সিটু একটা শিল্প কারখানায় বনধ ডাকবে বছরে একবার। মাঝে মধ্যে পাড়াতুতো স্ট্রিট কর্নার। এর বেশি কিছু নয়।

প্রশ্ন : সিপিএম-এর এই দশা কেন?

সঠিক উত্তর : বর্তমানে সিপিএম সারা বিশ্বে কোনও- 'শত্রু' নামধারী কৃত্রিম কাউকে চিহ্নিত করতে পারছে না। বা বলা ভালো 'শত্রু' খুঁজে পাচ্ছে না। ফলে শত্রুর অভাবে তারা বড় অসহায়।

আগে তাদের আন্তর্জাতিক শত্রু ছিল- আমেরিকা। আর ভারতে ইন্দিরা কংগ্রেস। বহির্বিশ্বে তারা চিন, রাশিয়া ভিয়েতনামের কম্যুনিজম নিয়ে জয়গান করতেন। কিন্তু আচমকাই চিত্র পাল্টে গেল। সিপিএম '৮০/'৯০-এর দশকেও ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিত- নারীঘাতী, শিশুঘাতী ওই কাটা হাতে একটি ভোটও দেবেন না। দেশের পয়লা নম্বর শত্রু ইন্দিরা হঠাও, দেশ বাঁচাও। '৭০ দশকে কংগ্রেসের গুন্ডা বাহিনী নাকি সিপিএমের ১১০০ জন কর্মীকে খুন করেছে। সারা কলকাতায় অজস্র এমন শহিদ বেদি দেখা যায় ফলকে কংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনীর নির্মমতা যার সাক্ষী।

সেই দেশের পয়লা নম্বর শত্রু এখন তাদের রাজনৈতিক বন্ধু।

অন্যদিকে রাশিয়ার সেই সুবর্ণ যুগ আর নেই। চিন, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এখন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গলায় গলায় ভাব। তারা এখন চুক্তি করে ব্যবসা বাণিজ্য করছেন। তাই আন্তর্জাতিক স্তরে আমেরিকাকে পয়লা নম্বর শত্রু বানানোটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে বুর্জোয়া-পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করা যাচ্ছে না, আগে চিন রাশিয়া নিয়ে সিপিএমের গর্ব ছিল। এখন সেই গর্ব ধূলিসাৎ। তাছাড়া খোদ আমেরিকাই যখন রাশিয়া চিনের বন্ধু, তখন নতুন করে কাকে 'শত্রু'র মর্যাদা দেওয়া যায়?

এমন সময় হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেল 'করোনাকে'। সিপিএম হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। করোনাকেই নিয়েই তারা টানা হ্যাঁচড়া শুরু করলো। পাড়ায় পাড়ায় তারা এখন চিকিৎসা শিবির খুলে মানুষের কফ, থুতু, রক্ত পরীক্ষা করা শুরু করলো। বিনামূল্যে অক্সিজেন সরবরাহ। দলের পক্ষ থেকে ব্যানার দিয়ে কমরেডদের ফোন নম্বর সহ ঘোষণা করল— ২৪ ঘন্টা তারা করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের সেবায় নিয়োজিত।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 24, 9 April - 15 April 2022

কারেকশনের গন্ধ ধন্দে রাখছে বাজারের লগ্নিকে

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

কিছুদিন ধরে একটা কথা শোনা যাচ্ছিল যে ২০২১-এর মতো অতটা ভালো থাকবে না ২০২২-র শেয়ার বাজার। বিশেষ করে ২০২০-২১ য়ে যেভাবে মিডক্যাপ ও স্মলক্যাপের রমরমা শুরু হয়েছিল তা এবার না থাকার পক্ষেই রায় দিচ্ছেন বহু বিশেষজ্ঞ। যদিও সবাই এই মতের শরিক হচ্ছেন না মোটেই। তাঁদের বক্তব্য, ভারতের শেয়ার বাজার ও এদেশের অর্থনীতির যে গ্রোথ রয়েছে তাতে ২২ শেও ভরপুর থাকবে স্টক মার্কেট। আর তার পক্ষে কিছু যুক্তিযাক্তা সাজাচ্ছেনও তাঁরা। তবে এদের সবার মতের বাইরে গিয়ে একটা কথা বলা ভালো বেশ কিছু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ কিন্তু ভারতের অর্থবাজারের আপাত বৃদ্ধি নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান। তাঁর মতে এবার নিশ্চিতভাবে কারেকশনের বৃত্তে প্রবেশ করবে শেয়ার বাজার। বিশেষ করে এতটা বাড়ার পর অত্যন্ত স্বাভাবিক কারেকশনের পক্ষেই রায় দিচ্ছেন তিনি।

প্রশ্ন হল, এই কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। পাশাপাশি ক্রুড অয়েলের দামে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এই বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন অনেকে। তেলের পাশাপাশি সোনার দামে ফের উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইক্যুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোণা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা বড়রকমের দোলাচল কাজ করছে ট্রেডারদের মধ্যে। বিশেষ করে দেশি সাহেব বা ডোমেস্টিকরা বছরের প্রথমে বেচুবাবুকে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাজেট পর্যন্ত তাদের এই মুড বজায় থাকলেও পরে তারা ফের ক্রেতা হয়ে উঠবেন এটা নিশ্চিত। তাই এখনই খুব বেশি চিন্তা না করে সাধারণ লগ্নিকারীদের মুনাফা পেলে তা উঠিয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরে বাজেট দেখে আবার পরিপূর্ণভাবে বাজারে প্রবেশ করতে হবে বলে নিদান তাঁদের।

আরও একটা দিক যেটা আগামীতে ভারতের শেয়ার বাজারের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে তা দেশের আর্থিক বাজেট। যতদূর সম্ভব খবর ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০২৩-এর বাজেট হয়ে উঠতে পারে জনমুখী। সেক্ষেত্রে সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর সংস্কারমুখী বাজেট না হয়ে জনমুখী বাজেট হলে তাতে বিদেশিদের বিক্রির হার যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাবাহুল্য। সেক্ষেত্রে অন্য একটা যুক্তিও অবশ্য আছে বুলদের হাতে। তাঁদের বক্তব্য, এখন ভারতের বাজারের সংজ্ঞা অনেকটাই পালটে গিয়েছে। বছরখানেক ধরে এখানে বিদেশিরা আর নিয়ন্ত্রক থাকছেন না। বাজারে রাজত্ব করতে দেখা যাচ্ছে দেশি ফান্ড বা ডোমেস্টিকদের। দেশি বাবুদের এই রমরমার জমানায় বিদেশিদের বিক্রি কতটা প্রভাব ফেলবে তা লাখ টাকার প্রশ্ন। এর পালটা একটা যুক্তিও অবশ্য হাতের কাছে মজুত আছে। সেই তথ্য বলছে, বিদেশিরা যে পেস বা ভলিউমে বিক্রি করেন তার ধারেকাছে যদি তাদের সওদা (অবশ্যই বেচা) শুরু হয় তাহলে ভারতের বাজারের কপালে আরও অনেক দুঃখ নেমে আসতে পারে। সেদিকটায় অর্থাৎ বিদেশিদের কেনা-বেচার ভলিউমের দিকে তাই আপাতত সজাগ দৃষ্টি রাখবে শেয়ার বাজার। বস্তুত কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই বিদেশিরা ছিলেন ভারতীয় বাজারে কর্তৃত্বকারী বা নিয়ন্ত্রক। সেই ব্যাটন আপাতত হস্তান্তরিত হয়ে ডোমেস্টিক বা ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ডের হাতে এসেছে।

এতকিছু বিপদসঙ্কুল সম্ভাবনা থাকলেও যেভাবে মর্গ্যান স্ট্যানলি, মুডিজের মতো শেয়ার বাজারের রেটিং নির্ণয়কারী সংস্থা ভারতীয় অর্থবাজারের ওপর আস্থা পোষণ করছেন, বিশ্বব্যাঙ্ক যেভাবে ভারতের বৃদ্ধি নিয়ে আশাপ্রকাশ করছেন ও সর্বোপরি যে বিশাল টার্গেট নিফটি ও সেনসেক্সের জন্য এই দুনিয়া খ্যাত সংস্থাগুলি বেঁধে দিচ্ছে তাতে আবার নেতিবাচক ভাবতেই ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে ভয় ভয় হাতের শেয়ার তো বেচেবুচে দিলাম। তারপর ফের বুলরা বাজার ওপরের দিকে টেনে নিয়ে যাবে না তো।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯ এপ্রিল – ১৫ এপ্রিল ২০২২

মেষ রাশি : আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় বিনিয়োগে চাকরির চেয়ে ব্যবসায় শুভ ফল পাবে। অ্যালকোহল জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। স্বজনদের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। পড়াশোনায় অমনোযোগীতা বৃদ্ধি পাবে। সংসারে সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। পদোন্নতিতে বাধা। আয়ভাব শুক। শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে।

প্রতিকার : সূর্য মন্ত্র পড়ুন স্নান করে।

বৃষ রাশি : চাকরিতে শুভ ফল পাবেন। চাকরিতে পদোন্নতি হবে। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি থাকবে। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। কর্মোন্নতি হবে। আয়ভাব শুভ। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। অকারণে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : মঙ্গলবার রাহু/কেতুর যজ্ঞ করুন।

মিথুন রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল পাবেন। চাকরিতে পদোন্নতিতে সমস্যা সৃষ্টি হবে। সাংসারিক সমস্যা থাকবে। আয় ভাব শুভ হলেও ব্যয় ভাব বৃদ্ধি পাবে। প্রেসার পেটের রোগ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাবে। মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় বাধা এলেও সাফল্য আসবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার 'ওং মন্দায় নম' জপ করুন।

কর্কট রাশি : আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা আসবে। সন্তানের জন্য চিন্তার কারণ থাকবে। সেইভাবে চাকরিতে উন্নতির ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে না। ব্যবসার ক্ষেত্রেও শুভ ফল আশা করা যাবে না। চাকরি ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকম-র জপ করুন।

সিংহ রাশি : পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সন্তানদের পড়াশোনার প্রতি দৃষ্টি দিন এবং বাচ্চাদের যত্ন নিন। চাকরির তুলনায় ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা। সন্তানের খুশিতে খুশি। আয়ভাব শুভ। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে মানসিক উদ্বেগ থাকবে। শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৩ বার 'ওং কেতবে নমঃ' র জপ করুন।

কন্যা রাশি : আর্থিক ক্ষতি বা কোনো দ্রব্য হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তানের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। ব্যবসার চেয়ে চাকরিতে শুভ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে সর্তকতার সঙ্গে চলাফেরা করুন। আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৪ বার 'ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়' জপ করুন।

তুলা রাশি : স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। পরিবারের প্রতি অসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে। প্রতিভার বিকাশ পাবে সৃজনমূলক কার্যে। চাকরিতে উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে উন্নতিতে ও প্রসারের ক্ষেত্রে বাধা আসবে। সাংসারিক ক্ষেত্রে সমস্যা বাড়বে। মামলা-মোকদ্দমা হওয়ার সম্ভাবনা। চোখের সমস্যা, বাতের প্রকোপ বৃদ্ধি, প্রেসার প্রভৃতি রোগের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১০৮ বার 'ওং রাহবে নমঃ'র জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। কোনও বিষয়ে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। ব্যবসার তুলনায় চাকরিতে অনেকটা শুভ ফল আশা করা যায়। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্মভাব ও আয়ভাব শুভ। নিজের জেদ বজায় রাখার চেষ্টা না করাই ভালো।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১০৮ বার 'ওং দুর্গায় নম'র জপ করুন।

ধনু রাশি : স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ ও মনোমালিন্য হবে, মনোমালিন্য হলেও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। কোনো বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে ধর্মের সুযোগ আসতে পারে। কিন্তু তা হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। গ্যাস, অম্বল প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১০৮ বার 'ওং নমঃ হনুমতে নম'র জপ করুন।

মকর রাশি : এখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চললেও তা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠবেন। সন্তানের থেকে ভালো আচরণ আশা করা যাবে না। পারিবারিক অশান্তি থাকবে। তবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য ঈশ্বরের প্রতি ব্রতী হওয়াই শ্রেষ্ঠ উপায়। শরীর-স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। দাম্পত্য মনোমালিন্য থাকবে।

প্রতিকার : মঙ্গলবার রাহুর যজ্ঞ করুন।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক অশান্তি থাকবে। তবে আয়ভাব শুভ। সন্তান থেকে সুখ আসবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে তুলনামূলক শুভ হলেও চাকরি ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে রূঢ় আচরণ পাওয়ার সম্ভাবনা। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : শনিবার কাককে ভোজন করান।

মীন রাশি : ভাই-বোন বা স্বজনদের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল পাওয়া যাবে। বিলাসিতার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সুপরামর্শ নেওয়ার চেষ্টা করুন। সন্তানের থেকে রূঢ় আচরণ পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা আসবে। আয়ের সঙ্গে ব্যয়-বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং গুরুবে নম'-র জপ করুন।

উত্তরের আঙিনায়

গ্রেফতার মা ও ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগারসহ গ্রেফতার মা ও ছেলেকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আদালতে হাজির করা হল। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং বাগডোগরা থানার যৌথ অভিযানে মাদকমুক্ত শহর করতে সে নো-টু-ড্রাগস অভিযানে এসওজি এবং বাগডোগরা থানা ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে, ১ কোটি ৪ লাখ টাকার বেশি মূল্যের মাদক উদ্ধার করে এসওজি । পাশাপাশি দুই অপরাধীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও বাগডোগরা থানা পুলিশ যৌথ অভিযানে মোট ৫৪০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে, একই অভিযানে ২ জনকে গ্রেফতার করে এসওজি। গ্রেফতার অভিযুক্তদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন, অভিযুক্তদের নাম মুন্নি বিশ্বাস ও পবন বিশ্বাস, গ্রেফতার হওয়া দুজনেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অধীনে মাটিগাড়া থানার বিশ্বাস কলোনী এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তবে তারা মা এবং ছেলে কী না জানা নেই বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। এর আগেও তারা এই কাজ করেছিল কী না সেটা জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ধৃত দুজনকে। তাদের কাছ থেকে মূল্যবান কিছু তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই গোষ্ঠীর সঙ্ঘর্ষের ঘটনায় উত্তাল হল জলপাইগুড়ির সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সংলগ্ন পরেশ মিত্র কলোনি এলাকা। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, ইভটিজিংয়ের একটি পুরনো বিবাদকে ঘিরে একদল দুষ্কৃতী বাঁশ ও ধারাল অস্ত্র দিয়ে মেরে এক মহিলা সহ কয়েকজনকে জখম করেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় সকলকেই ভর্তি করা হয়েছে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। পুরনো বিবাদের বদলা নিতেই এই ঘটনা বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার পর থেকে থমথমে অবস্থায় রয়েছে গোটা এলাকার পরিবেশ। এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তারা। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙা পাড়া বুথের পঞ্চায়েত সদস্য বিজয় মাহাতো

বলেন, রং খেলার দিন দুই পক্ষের মধ্যে প্রথম বিবাদ বাধে। পরে এদিন এই হামলা। দুই পক্ষের ৪ জন জখম হয়েছেন। এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে শীঘ্রই আলোচনায় বসবে বলে জানিয়েছে তারা। যাতে এইধরনের ঘটনা আর না ঘটে।

খুশি ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে একমাত্র নেপালি ইস্কুল কৃষনমায়া নেপালি ইস্কুল। করোনা আবহে বহুদিন বন্ধ ছিল এই ইস্কুল। বর্তমানে ইস্কুল খুলে গেছে। খুশী দিদিমনি,ছাত্রছাত্রী এবং তাদের আভিভাবকেরা। তাই ইস্কুল কর্তৃপক্ষও এই মুহূর্তগুলিকে মনে রাখতে একেবারেই অন্যভাবে সাজিয়ে তুলেছে ইস্কুলটিকে। ইস্কুলে প্রধান শিক্ষিকা সবিতা লামা জানিয়েছেন ইস্কুল খুলে যাওয়ায় খুশী আমরা সবাই। কারণ এই করোনার কারনে দুবছর ইস্কুল বন্ধ থাকায় মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা সবাই। ইস্কুল যে খুলবে এবং আমরা যে আবার ইস্কুলে আসতে পারব এবং ছাত্রছাত্রীরাও যে আবার ক্লাস করতে পারবে তা ভাবতেই পারিনি আমরা। তাই সরকার যখন ইস্কুল খোলবার কথা ঘোষণা করল আমরা প্রচণ্ডভাবে খুশী হয়েছিলাম। তখন থেকেই আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম এই ইস্কুলকে কিভাবে সাজানো যায়।

তাই ছাত্রছাত্রীদের সাথে পরামর্শ করে ইস্কুলকে সাজানোর ব্যাবস্থা করলাম। ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাথে পরামর্শ করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা ইস্কুল। চারিদিকে শিক্ষনীয় কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষকে এই ইস্কুলের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন আমার ভালো লাগছে। আমি শুনেছি একবার যাব ইস্কুলে।

নাইট কনজারভেনসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে শুরু হল নাইট কনজারভেনসি সার্ভিস। এই কাজের মাধ্যমে শিলিগুড়ি শহরের মুখ্য বাজার এবং রাস্তায় থাকা বড় বড় দোকানগুলি থেকে নেওয়া হবে নাইট কনজারভেনসি চার্জ। যেটা দুটাকা থেকে বেড়ে করা হল দশ টাকা। এর অর্থ আজ থেকে শিলিগুড়ির সমস্ত বাজারে এবং মুখ্য রাস্তায় থাকা দোকানদারদের থেকে চালু করা হল কনজারভেনসি চার্জ। শিলিগুড়িতে জঞ্জাল অপসারনের মেয়র পারিষদ মানিক দে জানান প্রচুর লোক শিলিগুড়িতে এই জঞ্জাল অপসারন বিভাগে কাজ করে,তাদের বেতন দেবার টাকা পযর্ন্ত ওঠে না। আশা করছি এই টাকার থেকে এই সব কর্মীদের ঠিকসময়ে বেতন দেওয়া যাবে। এছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ডে জঞ্জাল অপসারনের জন্য একটি করে ভ্যান দেওয়া হবে। আর সবচাইতে বড় বিষয় শিলিগুড়ির মানুষের অভিযোগ এই জঞ্জাল সাফাই করাকে নিয়ে, আমাদের হাতে যদি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থাকে তবে খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা এই শহরকে পরিষ্কার করে রাখতে পারবো। আমাদের কাজ শিলিগুড়িকে পরিচ্ছন্ন রাখা, আর সেদিকে আমরা একধাপ এগিয়ে গেলাম জানালেন মানিক দে।

কচ্ছপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারে জলপাইগুড়ি থেকে উদ্ধার হল এক বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। আজ সকালে জলপাইগুড়ির মোহন্তপাড়া থেকে বন দপ্তরের কর্মীরা উদ্ধার করে ওই বিরল প্রজাতির কচ্ছপকে। তাদের অনুমান চোরা কারবারীরাই এই কচ্ছপকে রেখে চলে গিয়েছে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে। কচ্ছপটি কোথা থেকে এসেছে কীভাবে কার দ্বারা এখানে আসল তা খতিয়ে দেখছে বনকর্মীরা। তবে কচ্ছপটি ভারতের কোন রাজ্য থেকে আসেনি বলে দাবি বনকর্মীদের। প্রথমে ক্যাঙ্গারু এর পরে নীল গাই এবং তার পরে এই কচ্ছপ ধরা পড়বার পরে একটাই চিন্তা করছেন স্থানীয় মানুষেরা, এতটা চোরাকারবার বৃদ্ধি পেল কীভাবে। আর ওই কচ্ছপের সাথে আরো কচ্ছপ আছে কিনা কিংবা অন্য কোনও পশু আছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখছে বনদপ্তর।এই বিরল প্রজাতির কচ্ছপ খুব সম্ভবত আফ্রিকার কোনও জায়গা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে বলে দাবি করছেন বন দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা। উত্তরবঙ্গের এই পশুপাচার গত ছমাসে বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকটাই। তাই কারা কারা এই চোরা কারবারের সাথে যুক্ত সেটাও তদন্ত করে দেখছে বনবিভাগ। তবে জলপাইগুড়ির একেবারে শহরতলিতে এইরকমের বিরল প্রজাতির কচ্ছপ কিভাবে এসে পৌঁছালো সেটা ভেবেই অবাক হচ্ছেন জলপাইগুড়ির সাধারণ মানুষ।

১২০০ টাকায় দার্জিলিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিয়ালদা থেকে দার্জিলিং এর যাতায়াতের খরচ বারোশো টাকা। গাঁজাখুরি নয় হিসেব করে খরচ করলে বারোশো টাকার মধ্যে শিয়ালদা থেকে দার্জিলিং যাতায়াত খরচ লাগবে। বাংলার ভূ-স্বর্গ দার্জিলিংয়ের নৈসর্গিক দৃশ্য আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। দার্জিলিং মানে টাইগার হিল, টয় ট্রেন, চিড়িয়াখানা আরো কত কী। শীতকালে পরিবেশ আরো মনমুগ্ধকর হয়। চারপাশ ঢেকে থাকে সাদা বরফের চাদরে, অপরূপ সেই দৃশ্য। তবে দার্জিলিং সম্বন্ধে একটি অপবাদ আছে। দার্জিলিং ভ্রমণ প্রচুর খরচসাপেক্ষ। যাতায়াত খরচ, থাকার খাওয়ার খরচ অত্যাধিক। হিসেব করে না চললে বেহিসেবি

খরচ হয়ে যায়। তবে উপায় একটা আছে, সেই উপায়ে খুব অল্প খরচে দার্জিলিং যাওয়া সম্ভব। শিয়ালদা থেকে এনজিপি পর্যন্ত ট্রেনের চেয়ার কার ভাড়া ১৮০ টাকা। এনজিপি স্টেশন এ নেমে জংশন বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত সস্তার গাড়ি ধরলে ভাড়া কুড়ি টাকা। সেখান থেকে দার্জিলিং মোটর স্ট্যান্ড পর্যন্ত ১৫০ কিলোমিটার এর ভাড়া ১৫০ টাকা। সেখানে গিয়ে খুব একটা সস্তার হোটেল খুঁজে নিলে একদিনের ভাড়া লাগবে ৫০০ টাকা। পরেরদিন দার্জিলিং থেকে একইভাবে এনজিপি স্টেশন এসে, ট্রেন ধরে সোজা শিয়ালদা। তবে খাবার খরচ, হাতখরচ আলাদা, বারোশো টাকার হিসেবের মধ্যে যুক্ত নয়। একটু হিসেব করে চললে অনায়াসে বাংলার ভূ-স্বর্গ দার্জিলিং ভ্রমণ অল্প পয়সায় হয়ে যাবে।

দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে পাহাড় ঘেরা সামসিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই গরমের দাবদাহে হাঁসফাঁস করছে প্রাণ। গরমের হাত থেকে বাঁচতে চলে যাওয়া যেতে পারে ডুয়ার্সের

সামসিংয়ে। বাংলা ভুটান সীমান্তে পাহাড়ের কোলে রয়েছে এই ছোট্ট গ্রামটি। এখানে কমলালেবুর ফলন খুব ভালো হয়। তাই এই গ্রামে গেলে সবুজের পাশাপাশি কমলা রঙ দেখা যাবে। রংবেরঙের পাখি রয়েছে এখানে, পাখি দেখতে দেখতে সারাদিন কেটে যাবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ এতটাই চমকপ্রদক একবার গেলে আর ফিরে আসতে মন চায় না। শিলিগুড়ি থেকে সামসিং এর দূরত্ব ৮১ কিলোমিটার। শিলিগুড়ি থেকে যাওয়ার জন্য বাস রয়েছে, তবে খুব কম। সেই কারণে নিজস্ব গাড়ি থাকলে অথবা গাড়ি রিজার্ভ করে গেলে বেশি ভালো। এই গ্রামের কিছুটা দূরে রয়েছে রকি আইল্যান্ড। পর্যটকদের কাছে রকি আইল্যান্ড খুব জনপ্রিয়। রকি আইল্যান্ড এর বিশাল বিশাল পাথর গুলো সত্যি মন কেড়ে নেয়। কিছুটা দূরে রয়েছে নেওড়াভ্যালি যেখানে বিভিন্ন রকমের পশু পাখি দেখা যায়।

শিয়ালদা থেকে ট্রেনে করে আসা যায় পাহাড় ঘেরা এই ছোট্ট গ্রামটিতে। শিয়ালদা থেকে ট্রেন রয়েছে নিউ মাল জংশন পর্যন্ত। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে খুব সহজেই পাহাড় ঘেরা এই ছোট্ট গ্রামে আসা যায়। পর্যটকদের থাকবার জন্য সরকারি বাংলো রয়েছে।

মূর্তি স্থান পেয়েছে হল্যান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাটিগাড়ার বাসিন্দা উৎপল পাল। গত দশ বছর ধরে তিব্বতীয় ঘরানার মূর্তি তৈরি করছেন। এবারে তার হাতের তৈরি করা মূর্তি স্থান পেয়েছে হল্যান্ডের মিউজিয়ামে। ইয়োরোপের মধ্যে একমাত্র হল্যান্ডেই তিব্বতের মূর্তি রাখার প্রচলন আছে। হল্যান্ডেই তিব্বতের মূর্তি রাখা হয়। এবারে উৎপল পালের হাতের গড়া মূর্তি স্থান পেতে চলেছে তিব্বতের মিউজিয়ামে। যার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন তাশি দোরজী লামা তিনি এশিয়ার অন্যতম তিব্বতীয় ধর্মের প্রচারক এবং এই সমস্ত মূর্তি যেখানে রাখা হয় তার একমাত্র দায়িত্ব প্রাপ্ত আহবায়ক। তিনি উৎপল পালের কথা শুনে তার সাথে দেখা করেন। এবং তার তৈরি করা মূর্তির ছবি হল্যান্ডে পাঠান।

হল্যান্ড থেকে সম্মতি এলে তার হাতে তৈরি করা দুটি মূর্তি পাঠানো হয় হল্যান্ডে। যার মুল্য আনুমানিক প্রায় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা।

তিনি জানালেন, মূর্তিগুলির উচ্চতা তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট। তিনি বেশি উচ্চতার মূর্তি করেন না, কারণ উচ্চতা বেশি হলে বহন করতে অসুবিধা হয়। তিনি জানালেন তার তৈরি করা মূর্তি ভারতের বাইরে আগেও গেছে কিন্তু এতটা দুর যায় নি কখনো। গত সপ্তাহে দার্জিলিং জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ আসেন উৎপল পালের বাড়িতে এবং তার হাতে একটি স্মারক তুলে দেন। উৎপল পাল আরো জানালেন তার এই কাজে তাকে সাহায্য করেছে তার বাবা মা এবং বন্ধুরা। তিনি আরো জানান আগামীদিনে তিনি সারা বিশ্বের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মূর্তি তৈরি করতে চান।

শব্দবার্তা ১৯৪

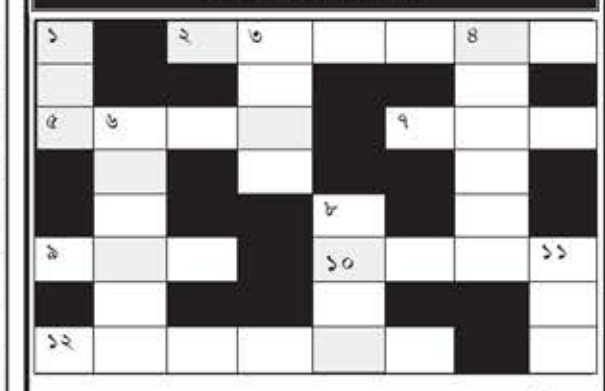

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। ভৃত্য, পরিচারক ৫। চারপাশের ভূভাগের চেয়ে উঁচু বিশাল সমতল প্রদেশ ৭। অগ্নি ৯। ছোট ও নিচু কুঁড়ে ঘর ১০। পায়রা ১২। বিবাহে আদান প্রদান সংক্রান্ত অনুষ্ঠান।

উপর-নীচ

১। সূক্ষ্মতা, অণুত্ব ৩। দশমাংশ সম্বন্ধীয় ৪। একতারা জাতীয় বাদ্য যন্ত্র বিশেষ ৬। নানান অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ৮। জলযোগ ১১। তার, সেই ব্যক্তির।

সমাধান : ১৯৩

পাশাপাশি : ১। কোরবানি ৪। পাচনবাড়ি ৫। সাবধান ৭। মরকত ৯। অসেচনক ১০। রাগান্বিত।

উপর-নীচ : ১। কোণঠাসা ২। নিপাতন ৩। আবাপনিক ৬। বল্লাল সেন ৭। মশকরা ৮। তথাগত।

আলিপুর বার্তার
সার্কুলেশনের জন্য
যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

তালগাছ নিয়ে বচসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাই ও ভাইপোর হাতে মারধর খেয়ে গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। প্রতিবেশীরা গুরুতর জখম আব্দুল কালাম মন্ডল নামে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সেখানেই ওই ব্যক্তি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ক্যানিং থানার অন্তর্গত হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েতের ভলেয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভলেয়া গ্রামের মন্ডল পরিবারের ভিটের উপর একটি তালগাছ দাঁড়িয়ে ছিল। সেই তালগাছটি কাটার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল আব্দুল কালাম। এমন ঘটনার কথা জানতে পেরে তার ভাই সফিউল্লা ও তার ছেলে ইসলাম মন্ডল গাছ কাটার ব্যাপারে নিষেধ করেন। কেন গাছ কাটতে পারবে না জানতে চাইলে বচসা বাধে। অভিযোগ সেই সময় মুগুর দিয়ে ভাই ও ভাইপো বেধড়ক মারধর করে কালামকে। এমনকি মুগুর দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। প্রতিবেশীরা ঘটনার কথা জানতে পেরে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন জখম ওই ব্যক্তি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত দুজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে বে–আইনি অস্ত্র উদ্ধার। প্রতিদিন প্রায় প্রতিটা থানা থেকে উদ্ধার হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুষ্কৃতী। এরমধ্যেই বকুলতলা থানা থেকে দুই দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বকুলতলা থানার ওসি অভিজিত পালের নির্দেশে পুলিশের বিশেষ টিম মঙ্গলবার রাতে জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার তারানগর এলাকা থেকে বিনোদ সরদার ও নতুনহাট এলাকা থেকে সাদ্দাম মোল্লা নামে দুই দুষ্কৃতীকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। ধৃত বিনোদ সরদারের কাছ থেকে একটি লং বন্দুক, চার রাউন্ড গুলি ও ১২ 'বোরের একটি বন্দুক উদ্ধার করেছে পুলিশ এবং ধৃত সাদ্দাম মোল্লার কাছ থেকে একটি সেভেন এমএম পিস্তল ও ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে। ধৃতদের বুধবার বেলায় বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন বিচারক ধৃতদেরকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের কাজ এভাবেই চলবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আত্মঘাতী হল এক যুবক। মৃতের নাম পবিত্র হালদার(২০)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাস কুমড়োখালি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সন্ধ্যায় ওই যুবকের পরিবারের সদস্যরা গ্রামের একটি মন্দির গিয়েছিলেন পুজো দেখতে। বাড়িতে সে একাই ছিল। এরপর পুজো দেখে রাতেই বাড়িতে ফিরে আসেন পরিবারের সদস্যরা। তারা দেখতে পায় ওই যুবক ঘরের মধ্যে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে। পরিবারের লোকজন চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করলে প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসে। খবর দেওয়া হয় ক্যানিং থানার পুলিশ কে। মঙ্গলবার রাতে ওই যুবক কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই যুবক কে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঠিক কী কারণে ওই যুবক আত্মঘাতী হল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। অন্যদিকে ওই যুবকের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বাঘের আক্রমণে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল এক মহিলা মৎস্যজীবীর। মৃতের নাম মালতি সরকার (৬৫)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুর নাগাদ বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় ভূখণ্ডের সুন্দরবনের ঝিলা ২ জঙ্গল এলাকায়। মৃত মৎস্যজীবীর বাড়ি প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লাক্সবাগান ১১১ নম্বর গ্লাসখালি পূর্বপাড়া গ্রামে। এদিন এমন দুর্ঘটনার কথা গ্রামে পৌঁছালে শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বুধবার ভোরে ১১১ নম্বর গ্লাসখালির পূর্বপাড়ার বাসিন্দা মালতী সরকার,তার প্রতিবেশী মৎস্যজীবী কিশোরী মন্ডল ও তার স্ত্রী কমলা মন্ডল প্রত্যন্ত সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে কাঁকড়া ধরার জন্য রওনা দিয়েছিলেন ডিঙি নৌকা নিয়ে। সকাল ১১ টা নাগাদ বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া সুন্দরবন জঙ্গলের ঝিলা ২ জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার নদীখাঁড়িতে পৌঁছায়। এরপর তিন মৎস্যজীবী মিলে কাঁকড়া ধরার জন্য দোন পেতেছিলেন নদীখাঁড়িতে। আপনমনে তিন মৎস্যজীবী সেই দোন তোলার কাজ করছিলেন। সেই সময় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে। টার্গেট করে মহিলা মৎস্যজীবী মালতী সরকারকে। এরপর সুযোগ বুঝে সকলের অলক্ষ্যে আচমকা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মালতী সরকার নামে ওই মৎস্যজীবীর ঘাড়ে। তার ঘাড়ে কামড় বসায়। এরপর একলহমায় ঘাড়ে তুলে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের দিকে। মৎস্যজীবী দম্পতি বাঘের মুখ থেকে তাদের সঙ্গী মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করার জন্য নৌকার হাল আর কাঁকড়া ধরার শিক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের উপর। দীর্ঘপ্রায় মিনিট কুড়ি লড়াই চলে বাঘে মানুষে। লড়াইয়ের ময়দানে একে অপরের এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ। শেষ পর্যন্ত বাঘের রুদ্রমূর্তির সামনে অসহায় হয়ে পড়ে লড়াই করা মৎস্যজীবী দম্পতি। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে রণে ভঙ্গ দেয় কিশোরী মন্ডল ও তার স্ত্রী কমলা মন্ডল। বাঘ তার শিকারকে নিয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে চলে যায়। এরপর হতাশ মৎস্যজীবী দম্পতি নৌকার বৈঠা বেয়ে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

মগডালে ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক অজ্ঞাত যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকালে ক্যানিং থানার থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতলা নদী সংলগ্ন অ্যানডোল জঙ্গল এলাকায়। মৃত যুবকের বয়স আনুমানিক প্রায় ২৬ বছর। ক্যানিং থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন এলাকার একটি ক্লাবের সদস্যারা ম্যানগ্রোভ নার্শারীতে নজরদারীর কাজ করছিল মাতলা নদীর অ্যানডোল জঙ্গল এলাকায়। আচমকা জঙ্গল এলাকায় গাছের মগডালে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় তারা। ভয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে আসে গ্রামে। ক্লাবের সদস্যরা ঘটনার কথা ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস কে ফোন করে জানায়। ঘটনার খবর শুনে বিধায়ক ক্যানিং থানার পুলিশের খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পচা গলা দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায়। স্থানীয়দের দাবি ওই যুবককে অন্যত্র কোথাও খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য এখানে এনে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তবে এটি খুন না আত্মহত্যা তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ওই যুবকের ঠিকানা ও পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

দোরগোড়ায় পানীয় জল পেলেও সন্তুষ্ট নন গ্রামবাসীরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : সরকারি ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতর(পিএইচইডি)গাড়ির মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে পানীয় জল। ঘরের দোরগোড়ায় পানীয় জল পেলেও সন্তুষ্ট নন গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থল ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ইটখোলা মোড় সংলগ্ন ১৭ বিঘা গ্রামের সাধারণ মানুষ। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, বিগত প্রায় ছয় মাস আগে থেকেই এলাকার পানীয় জলের নলকূপ খারাপ হয়ে যায়। পাশের গ্রাম থেকে

পানীয় জল সংগ্রহ করেই চলছিল। বর্তমানে গ্রীষ্মের দাবদাহে মাঠঘাট ফুটিফাটা হয়ে গিয়েছে। এমনকি এলাকার পুকু,খাল–বিল শুকনো হয়ে গিয়েছে। ভূ–গর্ভস্থ জলস্তর হু হু করে নীচে নেমে যাওয়া আরো প্রকট ভাবে পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় গ্রামের মানুষজন একত্র হয়ে বিগত কয়েকদিন আগেই পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।

প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেয় গ্রামবাসীরা। এরপর এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরের উদ্যোগে সকালে ও বিকালে করে গাড়ির মাধ্যমে পানীয় জল দেওয়া হয় গ্রামবাসীদের। তবে সরকারি ভাবে এমন উদ্যোগে তারা সন্তুষ্ট নন। গ্রামবাসীদের দাবি এলাকার অকেজো নলকূপগুলো সংস্কার করা হলে ভালো হবে। প্রয়োজনে সরকার নতুন নলকূপ বসানোর উদ্যোগ নিক। তাহলে স্থায়ী ভাবেই পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হবে। ঘোষণা হলে আগামী দিনেও পানীয় জলের সংকট প্রকট হারে বাড়বে।

এজেন্টের ওপর চড়াও আমানতকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জমানো টাকা ফেরত না দেওয়ায় এজেন্ট এর ওপর চড়াও হলো আমানতকারীরা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা থানার দেবনগর এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় বেশ কয়েক বছর আগে একটি বেসরকারী অর্থলগ্নি কোম্পানিতে গ্রামের বহু মানুষ টাকা জমা দেন কোম্পানির এজেন্ট এর মাধ্যমে। আমানতকারীদের অভিযোগ কয়েক লক্ষ টাকা জমা দিয়েছে। তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কয়েক বছর বাদে সুদ সমেত টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

কিন্তু মেয়াদ শেষেও সেই টাকাটা ফেরত পায়নি। আমানতকারীদের আরও অভিযোগ এজেন্টকে বিষয়টি নিয়ে জানায় কিন্তু দেওয়া হবে বলে এজেন্ট আশ্বাস দেন। এরপর বহু দিন কেটে গেলেও টাকা না পেয়ে অবশেষে আমানতকারীরা একত্রিত হয়ে শুক্রবার দিন এজেন্ট এর উপর চড়াও হয়। এরপরই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে এজেন্টকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নামখানা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে নামখানা থানায়। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্ত শুরু করেছে নামখানা থানার পুলিশ।

সুপার স্পেশালিটি রূপে লক্ষ্মীবালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের মুচিশা লক্ষ্মীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো সম্পূর্ণভাবে বিগত কয়েক মাসে বদলে গেছে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী এই গ্রামীণ হাসপাতালটির জন্য ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। সেই অর্থে আউডডোর, ইনডোর, অফিস সহ হাসপাতালের বিশাল এলাকার কাজ চলছে। শুক্রবার হাসপাতালে গিয়ে অবাক হলাম। সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হাসপাতালের গেট হচ্ছে, আউটডোরে শেড লাগানো হয়েছে। টাইলস্ বসেছে হাসপাতাল ঘিরে। রোগীদের ভর্তির ওয়ার্ডগুলি নতুন করে করা হয়েছে। টয়লেটগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে। বজবজ–২

নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী জানান, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন বিশাল জায়গা আছে হাসপাতালের কিন্তু পরিকাঠামোর অভাব আছে। সাংসদ কথা রেখেছেন। তিনি ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। এরপরও তিনি ৫২ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। সেই টাকায় একটি ল্যাবরেটরি হবে। যেখানে মানুষ বিনামূল্যে বিভিন্ন টেস্ট করাতে পারেন। বুচান বাবু বলেন, মুচিশা লক্ষ্মীবালা দত্ত গ্রামীণ হাসপাতাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের রূপ পাবে। মানুষকে আর চিকিৎসার জন্য কলকাতা মুখী হতে হবে না। হাসপাতালে আগত অনেক মানুষ বলেন, খুবই ভাল হয় যদি আউটডোরের সামনে একটি পানীয় জলের রিজার্ভার, একটি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান এবং একটি ক্যান্টিন হয়। আরও কয়েকজন বলেন, বিশ্রামাগারের সামনে একটি টিউবওয়েল হলে ভালো হয়। এই প্রসঙ্গে বুচানবাবু বলেন, এখনও অনেক কাজ বাকি আছে, সবই ধীরে ধীরে করা হবে।

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ পার্থপ্রতীম সরকার বলেন, আগে হাসপাতালের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। ঘরে জল পড়ত, ওষুধ পত্র নষ্ট হয়ে যেত, এখন সব নতুন করে সাজানো হচ্ছে। তিনি সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানা। সেই সঙ্গে সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জীর তৎপরতার প্রশংসা করেন।

জালে কুখ্যাত ডাকাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুখ্যাত এক ডাকাত কে গ্রেফতার করলো জীবনতলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সালাউদ্দিন সেখ। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দমদম থানার অন্তর্গত ইটাগাছীর দুর্গানগর রোডের মানিকপুর সাপুইপাড়া এলাকায়। ধৃত ডাকাতের কাছ থেকে একটি বন্দুক ও পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে চলতি বছর মার্চ মাসে দমদম এলাকায় একটি ডাকাতির ঘটনার অন্যতম পাণ্ডা ছিল সালাউদ্দিন। এছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিভিন্ন থানায় অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে ইদানিং যত্রতত্র পালিয়ে গা ঢাকা দিচ্ছিল সে। হালফিলে ওই ডাকাত আশ্রয় নিয়েছিল জীবনতলা থানার অন্তর্গত হাসেরপাড়া কালীবাড়ি এলাকায়। শুক্রবার সকাল নাগাদ এমন খবর

গোপন সুত্রে পৌঁছায় জীবনতলা থানার পুলিশের কাছে। জীবনতলা থানার ওসি সমরেশ ঘোষের নেতৃত্ব বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখানে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে সালাউদ্দিন সেখ নামে ওই কুখ্যাত ডাকাত কে ধরে ফেলে। তার দেহ তল্লাশি করে প্যান্টের পকেট থেকে উদ্ধার হয় পাঁচটি কার্তুজ এবং কোমর থেকে একটি বন্দুক। ধৃত কে আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে।

পানিখালি গ্রামে বোমাতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : একাধিক বোমা উদ্ধার কে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাস্থল বাসন্তী থানার এলাকা।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার দুপুরে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পানিখালি গ্রামের ওয়াজেদ মোল্লার বেগুন বাগানের একটি কলা গাছের গোড়ায় ব্যাগের মধ্যে একাধিক বোমা রয়েছে জানতে পারেন এলাকার মানুষ। আর এমন ঘটনার কথা এলাকায় চাউর হতে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়েই বাসন্তী থানার পুলিশ এলাকাটি ঘিরে রাখে। পুলিশের তরফে বম্ব স্কোয়াড কে খবর দেওয়া হয়েছে। বম্ব স্কোয়াডের লোকজন এলে বোমা গুলো উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় হবে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে পাড়ার কচিকাঁচারা আমগাছের গোড়ায় আম কুড়াতে গিয়েছিল। সেই সময় তাদের নজরে পড়ে ব্যাগটি। তারা গ্রামের মানুষ কে জানায়। গ্রামের মানুষজন সেখানে গিয়ে দেখতে পায় ব্যাগের মধ্যে বোমা রয়েছে। উল্লেখ্য গত এক সপ্তাহ আগে ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১ নম্বর সর্দার পাড়ার একটি বাড়িতে মজুত রাখা বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল এক

ব্যক্তির। সেই থেকে এলাকায় রয়েছে আতঙ্ক। এমন ঘটনার পর আবার এলাকায় বোমা উদ্ধার কে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এই বোমা গুলো মজুত করেছিল সে বিষয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। অন্যদিকে বারবার উত্তপ্ত বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ চাতকের মতো অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছেন এলাকায় কবে শান্তি ফিরবে।

কৃষকদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগ

অমিত মন্ডল : সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার কৃষকদের আরো বেশি করে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য এগিয়ে এলো করমন্ডল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড। করমন্ডল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এর উদ্যোগে বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানগর গ্রামে একটি বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের শিবিরের কৃষকদের বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা করা হয় এবং কোন কোন মাটিতে কী সার প্রয়োগ করলে কোন ফসলগুলো ভালো হবে সেই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। এই মাটি পরীক্ষা করে কৃষকদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এদিন এই বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষার শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধক্ষ শুভঙ্করী জানা ও শিবরামপুর অঞ্চল কৃষি সঞ্চালক। এ বিষয়ে করমন্ডল ইন্টারন্যাশনান লিমিটেডের মাটি পরীক্ষা ও ডেভলপমেন্ট আধিকারিক শান্তনু দাস জানান, আমাদের লক্ষ্য প্রত্যন্ত এলাকার কৃষকদের আরো বেশি করে স্বনির্ভর করে তোলা। আমরা মাটি পরীক্ষা করে কোন মাটিতে কোন ফসল চাষ করলে ভালো হবে বা কোন কোন সার প্রয়োগ করলে ফসলটা ভালো হবে তা আমরা জানাচ্ছি। তাছাড়া আমরা একটা মোবাইল অ্যাপ চালু করেছি সেখানে কৃষকরা তাদের রোগগ্রস্ত গাছের ছবি পাঠালে আমরা কোন স্যার বা কোন ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে তা আমরা জানিয়ে দেব সঙ্গে সঙ্গে। আমরা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রপ চালু করেছি কৃষকদের জন্য। যেখানে কৃষকদের সমস্ত রকম আবহাওয়া শুরু করে ফসলের সমস্তরকম আমরা আপডেট দিচ্ছি। আজ আমরা নামখানা রাধানগর শুরু করলাম। তবে ভবিষ্যতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আমরা এভাবে কৃষকদের পাশে দাঁড়াবো। এদিন উপস্থিত ছিলেন করমন্ডল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের অ্যাগ্রোনমিস্ট রনজিত পাল। করমন্ডল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের উদ্যোগে খুশি কৃষকরা। তারা জানায় আরো বেশি করে এইভাবে পাশে থাকুক করমন্ডল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড।

সন্তানের জন্ম দিয়েই উচ্চ মাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : নার্সিংহোমে পুত্র সন্তান জন্ম দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় পরীক্ষায় বসলো এক গৃহবধূ। জয়নগর ২নং ব্লকের বকুলতলা থানার অন্তর্গত গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লারচক এলাকায় বাড়ি দীপা সরদারের। সে পড়াশোনা করতে করতে তাঁর বাবা–মা দেখাশোনা করে গত বছর বিয়ে দেয় ক্যানিং থানার ট্যাংরাখালি এলাকার আদিত্য পাইক নামে এক যুবকের সাথে। বিয়ের পরেও সে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে এসে পড়াশোনা চালিয়ে যায়। দীপা সরদার এবছর উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী। সে নিমপীঠ সারদ আশ্রম বিদ্যামন্দিরের ছাত্রী। তাঁর বয়স এখন ১৯ বছর। সে গর্ভবতী অবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বসতে শুরু করে প্রথম পরীক্ষা বাড়িতে বসে দেন এবং দ্বিতীয় পরীক্ষার আগেই রবিবার রাতে দীপা সরদারকে নিয়ে বাড়ির লোকেরা জয়নগর–মজিলপুর পুরসভা এলাকায় ডাক্তার অশোক কান্ডারীর নার্সিংহোমে ভর্তি করান ১১.২৩ নাগাদ তারপর রাত ১২.২২ নাগাদ ওই নার্সিংহোমেই পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। সোমবার দিন সকালে বেডে শুয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজি পরীক্ষা দেয় দীপা সরদার। বর্তমানে বাচ্চা এবং তাঁর মার অবস্থা এখন স্থিতিশীল। চিকিৎসকরা তাঁর উপর সব সময় নজর রেখেছেন। আর এই সংবাদে খুশির হাওয়া দুটি পরিবারেই। ডাঃ অশোক কান্ডারী এদিন বলেন, মা ও বাচ্চা দুজনেই ভালো আছেন। আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণ ওদেরকে রেখেছি।

শ্রম কার্ড বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রমিক সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য বিনামূল্যে সরকারি শ্রম কার্ড এবং স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন আগামী করা হয় গত ২ এপ্রিল শনিবার কৌশিগ্রাম নগর বাস স্ট্যান্ডের

কাছে। এসআরএমবি–এর সহযোগিতায় এবং উদ্যমী বাংলা, লায়ন্স ক্লাব অফ কাটোয়া এবং গীতা এন্টারপ্রাইজ এর ব্যবস্থাপনায় এখানে চক্ষু পরীক্ষা, সাধারণ স্বাস্থ্য চিকিৎসা, ঔষধ বিতরণ এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় ২২০ জন শ্রমিক সম্প্রদায়ের মানুষজন স্বাস্থ্য পরিষেবার এবং শ্রম কার্ডের সুবিধা নিয়েছে। ডক্টর সত্যব্রত বুট (সাধারণ চিকিৎসক), ডক্টর দিব্যেন্দু মন্ডল (সাধারণ চিকিৎসক), লায়ন অরিন্দম মুখার্জী, শক্তিপদ দাস (সাব–ইন্সপেক্টর ট্রাফিক, কাটোয়া থানা), মাহফুজা বিবি খাতুন (পঞ্চায়েত প্রধান, কোসিগ্রাম), শেখ নাজিবুল (ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, সিএসসি), ডক্টর প্রসেনজিৎ পাল (চক্ষু চিকিৎসক) এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এসআরএমবি সামাজিক দায়বদ্ধতা বিভাগের অধিকর্তা রঘুমণি চ্যাটার্জি জানান, এলাকায় এই ধরনের অনুষ্ঠান মিস্ত্রি বন্ধুদের জন্য প্রথম। সাধারণ মানুষের প্রশংসায় আমরা এই ধরনের অনুষ্ঠান আরো করতে উৎসাহ পেয়েছি।

টিবি মুক্ত বাংলা গড়ার ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা মহামারীর থেকে ও ভয়ঙ্কর রোগ টিবি (যক্ষা)। এই রোগ শরীরের বাসা বাঁধলে সঠিক চিকিৎসায় মাত্র ছয় মাসের মধ্যে সুস্থ হওয়া সম্ভব। তা স্বত্বেও এই টিবি রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পৃথিবী থেকে টিবি মুক্ত করতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় ধার্য্য করে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এমত অবস্থায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমাদের দেশ তথা ভারতবর্ষ আগামী ২০২৫ এর মধ্যে টিবি মুক্ত ভারতবর্ষ গড়ার ডাক দিয়েছে। ইতিমধ্যে সেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। এমন উদ্যোগে সামিল হয়ে টিবি মুক্ত বাংলা গড়ার ডাক দিয়ে দ্রুতগতিতে কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

রাজ্য সরকারের পাশাপাশি যক্ষা রোগ দূরিকরণের জন্য ইতিমধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য দফতর। ইতিমধ্যে গ্রামীণ চিকিৎসকদের কে সচেতন করতে একটি কর্মশালা

অনুষ্ঠিত হয়েছিল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে মহকুমা এলাকার অসংখ্য গ্রামীণ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। প্রাথমিক ভাবে যক্ষা রোগের উপসর্গ, এবং কি ভাবে চিকিৎসা করতে হবে সেই সম্পর্কিত সচেতন করা হয়। উল্লেখ্য সেই লক্ষমাত্র ধার্য্য করে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষা নির্মূল ক্যানিং ১ ব্লক গড়তে সাধারণ মানুষ কে আহ্বান জানালেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের এমওটিসি (মেডিকেল অফিসার টিউবার কিউলোসিস কন্ট্রোল)সমরেন্দ্র নাথ রায়। যাতে করে এলাকায় সমস্ত মানুষের কাছে সচেতনতার বার্তা পৌঁছায় তার জন্য বুধবার ক্যানিং পশ্চিম এলাকার বিধায়ক পরেশরাম দাসের সাথে দেখা করেন চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রাও ও সিনিয়র ট্রিটমেন্ট সুপারভাইজার কল্যাণ চক্রবর্তী। টিবি মুক্ত ক্যানিং ব্লক গড়া ডাক দিয়ে পাশে থাকার আহ্বান জানান।

ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস রাজ্য সরকারের এমন উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে আগামী দিনে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেবেন বলে জানান।

উল্লেখ্য একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ২০২০ সালে সারা দেশে টিবি রোগে ৭৬ হাজারের অধিক মানুষ মারা গিয়েছেন। ক্যানিং ১ ব্লকে মারাগিয়েছে ২০ জনের অধিক। যা করোনা আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা থেকে বেশি। তা ছাড়াও সমগ্র দেশে আক্রান্তের সংখ্যাটা প্রায় মৃতের সংখ্যার ১০ গুণ অর্থাৎ প্রায় আট লক্ষ। ।

ফলে যাতে করে টিবি রোগে আর একটিও মানুষের মৃত্যু না হয় সেই লক্ষ্যমাত্র নিয়ে টিবি মুক্ত ক্যানিং ১ ব্লক গড়ার কাজ শুরু করেছে চিকিৎসক থেকে জন প্রতিনিধিরা। তাঁদের দাবী আগামী ২০২৫ এর যেমন টিবি মুক্ত বাংলা তথা দেশ গড়ে উঠবে, তার আগেই আমরা ক্যানিং ১ ব্লক টিবি মুক্ত করতে করতে বদ্ধ পরিকর এবং সেই লক্ষ্যে প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে কাজ শুরু হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ৯ এপ্রিল – ১৫ এপ্রিল, ২০২২

অর্থ সংকট

অর্থনৈতিক সংকটে প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা জর্জরিত। মহামারীর পর অনেক রাষ্ট্রেই অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। এই ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে স্থিতাবস্তায় আনতে নানা নিদান অর্থনীতিবিদরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এদেশ সহ বহু রাষ্ট্রেই অর্থনৈতিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে ভালো জায়গায় থাকলেও কোনও কোনও রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ছে। একদিকে কর্ম সংস্থানের অভাব অন্যদিকে জনমোহিনী ভাবনা চিন্তা সরকারের কোষাগারকে ফাঁকা করে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ঋণ বাম আমলের থেকে বহু গুণ। এ রাজ্যে শিল্প কিংবা ব্যবসা নিয়ে যতই প্রচার পরিকল্পনা হোক বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভান্ডার শূন্য হয়ে পড়ছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার কিংবা নানা 'শ্রী' সিরিজের ফলে বেশ কিছু মানুষ তাৎক্ষণিক ভাবে উপকৃত হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এগুলি সবই দান খয়রাতি পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন পুজো ক্লাবগুলোকে অর্থ দেওয়া নানা প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় উৎসবে এবং খেলা মেলায় যে বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় হচ্ছে তা যদি রাজ্যে কর্মসংস্থানের, শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যয় হতো তাহলে রাজ্যের জ্বলন্ত বেকার সমস্যা এতোটা থাকতো না। একজন চাকরি পাওয়ার অর্থ আরও পাঁচজন মানুষের নিরাপত্তা।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বাম আমলে যে নিয়োগ দুর্নীতি ছিল তা আজ পল্লবিত হয়েছে বহুগুন। আদালতের দরজায় এবং পথে ঘাটে অনশন আন্দোলন করে বাংলার যুব সমাজের একটা অংশ চূড়ান্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে দিনের পর দিন। চাকরি প্রার্থীরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাদের বয়স বেড়ে যাচ্ছে। তারা কেবলমাত্র রাজনৈতিক মিটিং মিছিলের পরিসংখ্যান হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী এই আর্থিক সংকটের ব্যাপারটা সামনে এনেছেন। সরকারি কর্মীদের বেতন বন্ধ কিংবা অর্ধেক করে দেবার ভাবনা ভেসে বেড়াচ্ছে অনেকের মুখেই। সরকারী কর্মচারীরাই সরকারি নানা পরিকল্পনা প্রকল্প ধরে রেখেছেন। সর্বগ্রাসী রাজনীতির দাঁড়িপাল্লায় সরকারি শিক্ষক এবং কর্মচারীরা সর্বাগ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সরকারি কর্মীদের বেতন সমাজে ছড়িয়ে যায়। এবং সার্বিক ভাবে সমাজের এবং পরোক্ষভাবে সরকারি কোষাগার ভরে ওঠে।

বেসরকারি ক্ষেত্রে আর্থিক চাপ আরও তীব্র হয়ে উঠবে। যদি দেশে অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা চালু হয়। সংবিধানে অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থার বিধান থাকলেও ভারতবর্ষে এখনও পর্যন্ত তা প্রয়োগ করা হয় নি। সরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতার উদ্যোগ থাকলেও অভাব রয়েছে দুর্নীতি মোচনের প্রচেষ্টা। পারস্পরিক ভাবে যুক্ত সমস্তটাই। দেশে গরিব বড়োলোকের ফারাক কমেনি। ভারতের মতো কল্যাণকামী রাষ্ট্রে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত নানা প্রকল্প পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সবটা পূরণ হচ্ছে না। কোথাও ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, কোথাও বঞ্চনা হচ্ছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে খুঁজে বার করতেই হবে। নইলে দিনের পর দিন অর্থনৈতিক সঙ্কটে দেশের উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যাবে। বাম আমলে একসময় রাজ্যে ব্যয় সংকোচের নীতি আনা হয়েছিল। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভাও ব্যয় সঙ্কোচের কথা ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে পুরসভার জনপ্রতিনিধিরা বিপুল পরিমানে সরকারি সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি দামি ট্যাব তাদের উপহার দেওয়া হচ্ছে। বিধায়ক এবং সাংসদদের বেতন কাঠামোয় অনেক উচ্চ হয়। তারা জনসেবার জন্য রাজনীতি করেন অথচ সরকারি কর্মীদের বেতন কাঠামোয় কোপ দিয়ে পরোক্ষভাবে সমাজেরই ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ যাতে ঋণভারে আর জর্জরিত না হয় সেদিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

সেটি পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণ অনুভূতির অধিকারী হয়। পারমার্থিক অনুভূতির সর্বোত্তম বিকাশের বর্ণনা করা হয়েছে এই মন্ত্রে– যে জড় দেহটি ভস্মীভূত হবে তা ত্যাগ করা উচিত এবং বায়ুর সনাতন উৎসের সঙ্গে প্রাণবায়ুর মিলন ঘাটাতে হবে। বিভিন্ন রকম বায়ুর গতিবিধির দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে জীবের কার্যকলাপ সম্পন্ন হয়, যাকে সংক্ষেপে প্রাণবায়ু বলে। যোগীরা সাধারণত দেহের বায়ুগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুশীলন করে। সর্বোচ্চ চক্র ব্রহ্মরন্ধ্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না পৌঁছায়, ততক্ষণ আত্মা এক বায়ুচক্র থেকে উপরের বায়ুচক্রতে উন্নীত হতে থাকে। সেই সর্বোচ্চ চক্রে উপস্থিত হয়ে নিষ্ঠাবান যোগী যে কোন বাঞ্ছিত গ্রহলোকে নিজেকে স্থানান্তরিত করতে পারে। পন্থাটি হচ্ছে একটি জড় শরীর ত্যাগ করা এবং তারপর অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করা, কিন্তু জীব যখন জড়

ফেসবুক বার্তা

বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত ঠাম্মার সাথে ঘুমাতাম। লোডশেডিং হলে সারারাত ঠাম্মা হাতপাখা নাড়তো।গল্প শোনাতো।সুগন্ধী তেলের গন্ধে ঘর ম ম করতো। সকাল হলে গুনগুন করে ঠাকুরের নামগান করতো।ফাকে ধাক্কা দিয়ে বলতো ওঠ্ ওঠ্ মাস্টারের বাড়ি যাবি তো। ফ্যাকাশে শাড়ি, গলায় তুলসী মালা ছাড়া কোন অলংকার নেই। তারপরেও ঠাম্মা কতো সুন্দর কতো স্নিগ্ধ।

মানব সভ্যতা কী ধ্বংসের কিনারে দাঁড়িয়ে?

নির্মল গোস্বামী

'বল বল আপনা বল'– বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। যারা নিজের বলের সঠিক পরিমাপ না করে অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে কোন কাজ করতে যায় তাদের দশা হয় ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতির মতো। রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে এই কথাটা ১০০ ভাগ প্রযোজ্য। জেলেনস্কি ন্যাটোর কর্তাব্যক্তিদের সাহায্যের আশা করে রাশিয়ার সাথে টক্কর নিয়ে মহা বিপদে শুধু নিজে পড়েছে তাই না, সারা পৃথিবীকে অস্থির করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ইউক্রেন ছাড়া। হাজার হাজার বাড়ি স্কুল, হাসপাতাল, শপিং মল আজ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। নিজে নিরাপদ বাঙ্কারে আশ্রয় নিয়ে হুমকি ছাড়ছেন আর দেশবাসী তাদের সহায়–সম্পদ আশ্রয় স্থল সব হারিয়ে পর দেশে শরণার্থী হয়ে কাল কাটাতে বাধ্য হয়েছে। ন্যাটো সহ বিশ্বের তাবড় তাবড় বৃহৎশক্তির দেশগুলো কাগুজে বিবৃতি ছাড়া আর কিছুই করছে না। বাস্তব সত্য হল যে বোধ হয় কিছু করার সামর্থও তাদের প্রকৃত অর্থে নেই। পুতিনের হুমকির কাছে মনে হয় সকলেই মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। রাষ্ট্র শুধুমাত্র কাগুজে সংগঠন, নির্বিষ একটা সংস্থা তা আবার প্রমাণিত হল। পুতিনকে থামাবার ক্ষমতা কার আছে? এই প্রশ্নের থেকে বড় বিষয় হল কেউ থামাতে চেষ্টাও করছে না। অথচ এটা রাশিয়ার আভ্যন্তরিন বিষয় নয় যে অন্য দেশ বা আন্তর্জাতিক সংগঠন নাক গলাতে পারবে না। ইউক্রেন একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। সে স্বাধীন বিদেশনীতি গ্রহণ করতে পারবে না, এ কেমন কথা! একটা স্বাধীন দেশের পররাষ্ট্র নীতিতে প্রভাব বিস্তার করবে শক্তিশালী পরশ্রী কথা না শুনলে ধ্বংস করে দেবে একটা গোটা দেশ। একজন শক্তিশালী পরশ্রী একটা দুর্বল দেশকে ধ্বংস করছে। আর গোটা পৃথিবী তা বসে বসে দেখছে। বাহরে সভ্য পৃথিবী। জওহরলাল নেহেরু বলে ছিলেন যে রাস্তায় দুজন মানুষ মারামারি করছে। আর একদল মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখছে তাকে বলে ব্বরতা এখানে একটা দেশ আধুনিক অস্ত্র সম্ভারের দৌলতে মুহূর্তে ধ্বংস করে দিচ্ছে সুন্দর সুন্দর শহর–গ্রাম , কেড়ে নিচ্ছে শতশত শিশু নারীর প্রাণ। আক্রান্ত দেশটি কোন রকমে ঠেকাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর সভ্যতার গর্বে গর্বিত ইউরোপ তা শুধু মাত্র দেখছে। এর থেকে ব্বরতার কল্পনাও বোধ হয় করা যায় না।

ইতিহাস বলে যে প্রাচিন কালে বাহুবলে রাজারা রাজ্য বিস্তার করত। তখন ছিল জোর যার মুলুক তার নীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা দেখে মানুষ নাকি শিক্ষা নিয়েছিল যুদ্ধ এড়িয়ে চলার। জোর যার মুলুক তার নীতি আর চলবে না এই বিশ্বাসে বুক বেঁধেছিল শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে পূর্বে যাদের বর্বর আখ্যা ইতিহাসে দিয়েছিল– তাদের থেকেও ভয়ংকর বর্বরতা দেখাচ্ছে পুতিন। আগে রাজারা ময়দানে দাঁড়িয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। এক রাজ্যের সৈন্যদের সঙ্গে অন্য রাজ্যের সৈন্যদের যুদ্ধ হতো। যুদ্ধের ময়দানেই জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হতো। সাধারণ মানুষের ওপর তার প্রভাব খুব বেশি পড়ত না। জয়ী সৈন্য বাহিনী লুটপাট যে করতো না তা নয় তবে তা এতো ব্যাপক ছিল না।

মানুষ এখন সভ্য হয়েছে আগের থেকে। আধুনিক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে গবেষনাগারে। উর্ব্বর বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক নিয়োজিত হয়েছে মানুষকে মানুষের পরিশ্রমে তিল তিল করে গড়ে তোলা শহরকে নিমেষে ধ্বংস করে দিতে। আর সভ্য রাষ্ট্র নায়কগণ সেই গবেষণার পেছনে মানুষের ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করার এমন মারণযজ্ঞের আয়োজন আর কোনও যুগে হয়নি। একটা বোতাম টিপে শহরের সবকিছুকে ছাই করে দেওয়াকে কি বাহুবল বলা যায়? ক্ষমতা থাকে তো পুতিন আর জেলেস্কি তরবারি হাতে সামনা সামনি লড়াই করুক। জয় পরাজয়ের ফয়সালা হোক। যাতে করে মানব সভ্যতা রক্ষা পাবে।

অনেকেই মনে করে থাকে যে পরমাণু অস্ত্র হচ্ছে হাতির দাঁতের মতো। দেখানোর জন্য, চিবানোর জন্য আলাদা দাঁত আছে। কিন্তু সেই পরমাণু যুদ্ধের ইঙ্গিত দিচ্ছে ঠারে ঠোরে পুতিন। আর গোটা বিশ্ব আতঙ্কে ভুগছে। বুক ঠুকে কেউ বলতে পারছে না যে, মানুষের শুভ বুদ্ধির উপর বিশ্বাস আছে। মানবতার সঙ্গে এতো বড়ো জঘন্য অপরাধ কেউ করবে না। এই বিশ্বাসের উপর কেউ ভরসা করতে পারছে না।

আমাদের পূর্বতন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলজী বলেছিলেন মানুষ মঙ্গল গ্রহ জয় করতে শিখেছে। চাঁদে যাচ্ছে আবার সমুদ্রের তলদেশে যেতে শিখেছে। কিন্তু কেমন ভাবে মানবতার সঙ্গে এই পৃথিবীতে বাস করতে হয় তা এখনও শিখতে পারেনি। অটলজীর এই অনুভব যে কত বাস্তব তা আজ আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি।

আসল কথা হল যে টেকনোলজির নিত্য নতুন আবিষ্কার করাকে সভ্যতা বলে অভিহিত করা যায় না বোধ হয়। প্রকৃত সভ্যতা সমান্তরাল ভাবে অগ্রসর হয়– মানবিক উন্নতি আর যান্ত্রিক উন্নতি। এই যান্ত্রিক উন্নতি যদি মানবিক উন্নতিকে ছাপিয়ে যায় তখনই সভ্যতার বিপদ ঘন্টি বাজতে থাকে। যে মানুষ যত আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিয়ান সেই মানুষ ততই মানবিক। আর যান্ত্রিক উন্নতির প্রকৃত ফসল তখনই পাওয়া যায় যখন জাতি আধ্যাত্মিক উন্নতির পথটাও সুগম থাকে। আধুনিক শিক্ষিত মানুষ 'আধ্যাত্মিক' শব্দটা শুনলেই নাক সিটকে বলবে ধর্মের আফিমের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আর এইখানেই লুকিয়ে রয়েছে সভ্যতা ধ্বংসের বীজ। অনেকেই আছেন ধর্ম নয় মানবতার পূজারী। ধর্ম ছাড়া মানবতা ক্ষণস্থায়ী। আর ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মানবতা চিরস্থায়ী। ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগে উদাহরণ আমাদের হাতের কাছে আছে। সেখানে ধর্মের মূল মন্ত্র ছিল 'মা হিংসী'–হিংসা করিও না। ধর্মকে ভিত্তি করে জ্ঞানে–বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, গণিতে, জ্যোতিবিজ্ঞানে এক অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল। হাতে পরমাণু অস্ত্র আছে, অথচ মনে হিংসা আছে। হাতে ব্যালেস্টিক মিশাইল আছে কিন্তু কর্তৃত্বের লোভ আছে। হাতে জৈব অস্ত্র আছে অথচ মানবপ্রেম নেই মনে। এই বৈপরীত্যই মানব সমাজকে ধ্বংসের মুখে এনে দাঁড় করাচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার গভীর বনে এক উপজাতির বাস আছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা জংলি জাতি। অন্য গোষ্ঠীর মানুষকে মারতে পারলে তারা খুব খুশি হয়। সেই তাদের বিবাহের রীতি এই রকম বিবাহ যোগ্যা কন্যারা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একা একা রাতে মশারির ভিতর শুয়ে থাকবে। তখন পাত্ররা সারা রাত তাদের মশারির বাইরে বসে থাকবে। যদি কন্যা মশারীর ভিতর থেকে কোন সময়ে যুবককে এক খিলি পান দেয় তাহলে বুঝতে হবে কন্যার পাত্র পছন্দ। না হলে সারা রাত অপেক্ষার পর পাত্র ফিরে যাবে। এই যে যুবতী কন্যা রাতে একা শুয়ে আছে আর একটা যুবক তার বিছানার পাশে এসে বসে রাত জাগছে। কোনও দিন কোনও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। ধর্ষণ কাকে বলে তা তারা জানে না। প্রশ্ন হল কারা সভ্য? ওই জংলী জাতি না আমরা? আগন্তুক ছবিতে সত্যজিৎ রায় প্রশ্ন তুলেছিলেন কারা সভ্য যারা নর মাংস খায় না যারা একটা বোতাম টিপে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এক সঙ্গে মারে তারা?

নতুন করে মানবতার পাঠ শেখাতে আবার কোনও ফুগবতার আসবেন তত দিন কি সংকটগ্রস্ত পৃথিবী অপেক্ষা করবে না কি তার আগেই আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব– ধন্দে রয়েছে গোটা মানবসমাজ।

দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার Gun–এর ওপারে

অমিতাভ সেন

গুরু গোবিন্দ সিং পরবর্তী গুরুনির্দেশ করেছিলেন গুরুগ্রন্থ সাহিবকে। শুধু শিখ পন্থের জন্য নয়, সমগ্র ভারতীয় সমাজের তিনি গুরু। পরিবারবাদ, আত্মীয় পরিজনদের বাড়বৃদ্ধি মানব মুক্তির বিরোধী। শিবাজীর প্রতি নির্দেশ ছিল ''বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিও কহিলেন গুরু রামদাস।'' আদ্য সরসঙ্ঘচালক (প. পূ) ডাক্তারজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের গুরু রূপে সন্যাতনী গৈরিক পতাকাকে গ্রহণ করেছিলেন। এই আদর্শ যখন সমাজে রয়েছে তখন পরিবারবাদ/ভাই ভাতিজাবাদের প্রভাব যে সাময়িক হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আফটার নেহরু হু এই প্রশ্নের সমাধান স্বয়ং নেহরু করেছিল। শেষ শয্যা থেকে ক্ষীণ স্বরে বলে উঠেছিল– ইন্দু ইন্দু। সে ইচ্ছা ইনসট্যান্ট মান্যতা পায়নি। তার খেসারৎ দিতে হয়েছিল লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে জীবনের বিনিময়ে। বিষে নীল হয়ে যাওয়ার তাঁর শরীরের কোন ফরেন্সিক টেস্ট অটপ্সি হয়নি। সন্দিগ্ধ খানসামা পাকিস্তানে পালাবার ফ্রী প্যাসেজ পেয়ে গেছিল। তাসখন্দে উপস্থিত এ্যাটেন্ডিং ফিজিসিয়নের গাড়িকে মালবাহী লরি পেছন থেকে ধাক্কা মারে। স্বয়ং গাড়ি চালিয়ে এনকোয়ারী কমিশনে সাক্ষ্য দিতে সপরিবারে যাচ্ছিলেন ডাক্তার সাহেব। গাড়ির রিয়র অংশে ড্যামেজ কতোটা দেখতে নেমেছিলেন তিনি। আরেকটা লরি এসে আধুরা কাজ সম্পূর্ণ করে। যুগলে সহমরণে যান। তারপর থেকে আওয়ার অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার পর্যন্ত দণ্ডমুন্ডের কর্তা ছিল নেহরু গান্ধি পরিবার। ভারতবর্ষের পশ্চাৎ অপসারণতা, চূড়ান্ত দুর্নীতির মূলে এই পরিবার। মোদীজি এই কথাটাই অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলেছেন : আমি কোনো পরিবারের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু রাজনীতি থেকে পরিবারবাদ দূর করতেই হবে। এবার ২০২২ সালের ভোটে বিজেপির স্কোর ৪–১, কিন্তু কংগ্রেস পুরোপুরি উৎখাত হয়েছে। উত্তর প্রদেশে ৩৯৯এর মধ্যে ৩৮৭ জন জামানত খুইয়েছে। তবুও কং পরিবারের তিন মালিকের কোনো হেলদোল নেই। গত ১০ মার্চ সন্ধেবেলা দিল্লি বিজেপি অফিসে এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা টিভি/সোস্যাল মিডিয়ায় সকলে দেখেছে। এক বিশাল মালা প্রধানমন্ত্রীকে সম্বর্ধিত করার জন্য আনা হয়েছে। মোদীজি রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষকে ডেকে নিলেন। নাড্ডাজী মালাটা ধরতে এগিয়ে এলেন। মোদীজি তাঁকে মালার মধ্যে টেনে নিলেন, নাড্ডাজীর শতেক আপত্তি সত্ত্বেও। রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষকে সম্মান দান এর অর্থ কোটি কোটি কার্যকর্তাকে পুষ্পাঞ্জলী। এই জন্যই বলা হয় বিজেপিতে ব্যক্তির থেকে দল বড়ো, দলের থেকে দেশ।

অখিলেশ একটা কথাই সর্বত্র বলে এসেছে– ছোটে নেতা ছোটে ঝুট, বড়ে নেতা বড়ে ঝুট। কিশে হয়ে যাওয়া কথাটাকে প্রমাণ করার কোনও উপায় তার নেই। ঝুট কোনটা অসংখ্য এক্সপ্রেস ওয়ে চালু হয়ে গেছে। বাকিগুলোতে কাজ চলছে– অনেক শ্রমিকের ঘাম ঝড়ছে। এই এক্সপ্রেস ওয়েগুলি হলো দেশের অর্থনীতির লাইফ লাইন, কেননা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনাএর অনুষঙ্গী। এতগুলো এয়ারপোর্ট, এআইআইএমএস, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেট্রোরেল হয়েছে– সবই কি ঝুঠ? করোনা কালে এতো মানুষের অন্নসংস্থান হয়েছে– মার্চ ২২ পর্যন্ত চলবে এতো ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। লক ডাউন পিরিয়ডে পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফিরে তাস পাশা খেলে দিন কাটায় নি। চাষবাস, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বহু কাজে হাত লাগিয়েছে। তারফলে কৃষি এবং শিল্পে উৎপাদন উল্লেখযোগ্য আকারে বেড়েছে, তার সঙ্গে রপ্তানীও। ধরিত্রী মাতার কৃপাবর্ষণেও কৃপন নন। বর্ষা সারা দেশে ইউনিফর্মলি হয়েছে। সরকারের ঘরে ৫২০ লক্ষ টন খাদ্য রয়েছে। মোদীজী যদি বিবেচনা করেন তো অন্তোদয় যোজনা প্রকল্পের সেবাদান আরও কিছুদিন চালাতে পারেন। চারটি রাজ্যে বিজেপির জয় ডবল ইঞ্জিনের অবদান। ২০২৪এও তার প্রভাব থাকবে। সোস্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার বিশেষ কোনো কাজ আসবে না। বিরোধীদের দুটি অপপ্রচার প্রবলতর করেছিল। একটি বেকারি অপরটি মহঙ্গাই। বেকারী সম্বন্ধে প্রচার দুটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের data সমর্থন করেনা।

ইপিএফ এবং ইএসআইসি সংগঠিত সেক্টর এ নবনিযুক্ত কর্মীদেরসংখ্যা যথেষ্ট আশাপ্রদ বলেই মনে করে। সরকারী চাকরীতে মোরাটরিয়ম তো রাজীব গান্ধীর সময় থেকেই চলছে। প্রযুক্তির এতো উন্নতি হয়েছে করণিক পদে নিয়োগের প্রয়োজন অনেক কমেছে। বসিয়ে রেখে কাউকে তো মাইনে দেওয়া যাবে না। এই বিষয়ে অ্যাসেসমেন্ট ২০১৪ থেকেই শুরু হয়েছে। রেল, ডিফেন্স নিয়োগ করেছে। আগামী দু বছরে সরকারী পদে নিয়োগের ব্যাপারে অনেক আশার স্বর পাওয়া যাবে। একাজে যোগ্যতাই একমাত্র মাপদণ্ড হবে। চাকরি পাওয়ার পরীক্ষা বাদ দিয়ে অন্য ক্ষেত্রে যাদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত তাদের জন্যও রয়েছে উপার্জন করার জন্য ব্যাঙ্ক লোন এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টের পথ। পশ্চিমবঙ্গে এই সুযোগ নেই বললেই চলে। এখানে নদীর চরে বালি খাদান, কয়লা খাদান থেকে চুরি আর গোরু পাচার পয়সা কামানোর উপায়।

এ চোরাপথে রয়েছে ভয়ংকর স্বার্থদ্বন্দ্ব আর হিংসা। তার কারণে জ্বলছে মুর্শিদাবাদ বীরভূমে গ্রামের পর গ্রাম। পঞ্চায়েত নিবাচন যত কাছে আসবে হিংসার লেলিহান শিখা ততো গগনচুম্বী হবে। পাঁচটা রাজ্যে নির্বাচন হয়ে গেল। সেখানে রক্তপাত তো দূরস্থান কেউ কাউকে একটা থাপ্পড়ও পর্যন্ত মারেনি। পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন চলছে না, চলছে শাসকের আইন। শাসক বলে দিয়েছে কাশ্মীর ফাইলস কেউ দেখবে না। তাতে মিথ্যা কথা আছে। ব্যস, শান্তির দূতরা কয়েকটি হলে শো চলা কালীন হাঙ্গামা করেছে। যদিও রাষ্ট্রবাদী মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদে ঘটনা বেশী দূর এগোয় নি বলেই সংবাদ সূত্রে প্রকাশ। এর মধ্যেই চলে এলো মর্মন্তুদ বগটুই ঘটনার খবর। উপপ্রধান ভাদু শেখ খুন হবার পর তৃণমূলের অন্য এক গোষ্ঠীর বারো জনকে প্রথমে ভয়ংকর আহত করে পরে আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলা হোল। মুখ্যমন্ত্রীর দান খয়রাত চাকরি টাকা বিবিধ প্রয়াসে ড্যামেজ কন্ট্রোলের লক্ষণ দেখা গেল। এতো সাধারণ খবর! এর পেছনের খবর যা হনুব্রত উবাচঃ শর্ট সার্কিটের ফলে এবং টিভি সেট বিস্ফোরণ ঘটে আগুন ছড়িয়েছে বটে। সেই হনুব্রতকে পাশে দাঁড় করিয়ে পুলিশ মন্ত্রীর উক্তি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বএবং প্রতিহিংসার সত্যকেই সমর্থন করে। তৃণমূল ব্লক সভাপতি আমিরুল না হয় পুলিশ মন্ত্রী ঘোষণার পর গ্রেপ্তার হলো। কিন্তু ডিসটর্সন অফ ফ্যাকটস এটাও তো ক্রিমিন্যাল অফেনস। তৃণমূলেরও মুখপাত্র তো ঘোষণা করে দিল– এটা জমিজমা বিবাদ– শরিকী–সংঘর্ষ। কোন সূত্র থেকে এরা এই সকল সংবাদ পায়? সিট কি এই সকল মহামহোপাধ্যায়দের অ্যাটেম্পট টু মিসলিড ইনভেস্টিগেসন এই যুক্তিতে জেরা করবে? মহামান্য হাইকোর্টের অর্ডার সত্ত্বেও অকুস্থলে সিসিটিভি বসানো হয়নি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী– হুকুম তামিল না করার এই প্রবণতা কে বলেছেন–প্রমাণ লোপের অপেচেষ্টা। এর এতো সব খবরের মধ্যে বোবা মেরে রয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক। উচ্চ আদালত আবেদন খারিজ করার পর নয় ঘন্টা ধরে ইডি জেরা করেছে। অনেক অসংগতি থাকায় আরেক দফা সিবিআই নিমন্ত্রণ পত্র চলে এসেছে। ভাইপো–বধূ যুক্তি দেখিয়েছে– সন্তানাদি শিশু, তাদের ফেলে ইডি অফিস যাওয়া সম্ভব নয়। বাঃ কাদের কূলের বউ গো তুমি, কাদের কূলের বউ? সংবাদসূত্র মতে একবছরে ২৩ বার থাইল্যান্ডে গতায়াত করার সময় শিশুদের চিন্তা কোথায় ছিল? ক্ষমতাবানদের দেশের সম্পদ লুট করার অধিকার থাকবে, অথচ অপরদিকে ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি তারকর্তব্য পালন করতে এলে আইনের ফাঁক ফোঁকর খুঁজে শাস্তি এড়ানোর চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু আইনের হাত কিন্তু অনেক লম্বা। লালুপ্রসাদের প্রথম শাস্তি হয়েছে ২৩ বছর পর। পরপর রায় যা বেরোচ্ছে, মনে হচ্ছে বাকি জীবনটা জেলের ভেতরেই কাটবে। স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ মামলায় টাকা পয়সা লেনেদেন–এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় হরিয়ানার দৌর্দণ্ড প্রতাপ মুখ্যমন্ত্রী ওমপ্রকাশ চৌতালা গরাদের ঘানি টানছে। পুলিশের কর্মী ১৩৮ কোটি টাকা সরকারী গাড়িতে চাপিয়ে কলকাতায় কোনস্থানে আনলোড করেছে– সে খবর ফাঁস করেছে। সেখান থেকে মানি ট্রেইল কোনপথে – সেটা প্রমাণ করা শুধু সময়ের অপেক্ষা। ২০০৮এর আহমদাবাদ ব্লাস্টের রায় বেরিয়েছে ১৪ বছর পর, ৩৮ জনের ফাঁসীর হুকুম হয়েছে। কাজেই সবুর করতে হবেই, দিদি–মোদী সেটিংয়ের তত্ত্ব কপচিয়ে লাভ নেই। এই মুহূর্তে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ মমতারই সুবিধা করে দেবে। একরাশ Freebies এর তোষণাই টিএমসির পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যেই সেগুলো বাতিল করতে হবে। সাড়ে পাঁচ লাখ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে ধার। রাষ্ট্রপতি শাসনের ৬ মাস/এক বছরের মধ্যে নির্বাচন করাতে হবে। মুখৎখোরি বন্ধের দায় তখন কেন্দ্রের ওপর চাপবে। এখন যা অবস্থা টিএমসি নিজে থেকেই ইমপ্লোড করবে।

এর মধ্যেই খবর 'উত্তরাখণ্ডে' ইউনিফর্ম সিভিল কোড পাস হয়ে গেছে। চারটে রাজ্যের সরকার গঠিত হয়ে গেছে। রাজতিলক কি করো তৈয়ারী আ রহে হ্যাঁয় ভাগবাধারী।

লেখক কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

গ্রেফতার করল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় আদালতের নির্দেশে তদন্ত চলছে সিবিআই। নলহাটিতে বিজেপি কর্মী মনোজ জয়শোয়াল খুনে কয়েকজনকে গ্রেফতার করলেও পলাতক দুজনের নামে সিবিআই পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করে। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ২ এপ্রিল ভোরে নলহাটি পুরসভার ২ নং ওয়ার্ড ছায়াপল্লি বাড়ি থেকে ফারুক আলী নামে একজনকে গ্রেফতার করে সিবিআই। ২ এপ্রিল রামপুরহাট আদালতে তোলা হয় ধৃতকে চোদ্দ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

চুঁচুড়ায় বাসন্তী পুজো

মলয় সুর : চুঁচুড়া ধরমপুরে নরেন চ্যাটার্জী লেনে সাংবাদিক আকাশ দাসের বাড়িতে চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে বাসন্তী পুজো শুরু হল। বুধবার সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে

উদ্বোধন করলেন চন্দননগর রামকৃষ্ণ আশ্রম মঠের স্বামী সমতানন্দ মহারাজ। এখানে নিয়মনীতি মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো অর্চনা করা হয়। দু'বছর অবশ্য করোনার কারণে শুধু নিয়ম রক্ষা হয়। প্রতিবছর এই পুজো উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এ বছর সঙ্গীত শিল্পী প্রকাশ পাণ্ডের অব্যয় সাংস্কৃতিক সংস্থার মহিলারা সমবেত গান পরিবেশন করেন। এদিন গরিব দুঃস্থদের বস্ত্রদান হয়। পুজো সম্পর্কে বলেন, হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন , 'অপরাজিত' সিরিয়ালের অভিনেতা জয়দীপ বাগচী, অভিনেতা বিশ্বজিৎ দত্ত, আইনজীবী প্রদীপ বড়াল, কড়া খবরের এডিটর কৃষ্ণপদ পাত্র, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, অমিত চক্রবর্তী।

রাজ্যজুড়ে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের নাটকে 'গোপন সূত্র' তৃণমূলীরাই

দেবাশিস রায়

বীরভূমের বগটুই কাণ্ডের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যজুড়ে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে শশব্যস্ত পুলিশ। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও নানাবিধ অসংখ্য আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, বোমা সহ বিস্ফোরক প্রভৃতি উদ্ধারের ঘটনা ঘটেই চলেছে। তবে, এই অস্ত্র উদ্ধারের নেপথ্যে পুলিশের মূল ভরসার কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন জেলা ও স্থানীয় স্তরের তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ। বলা যেতে পারে পুলিশের পীড়াপীড়িতেই এই তৃণমূলীরা নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ। এনারাই এখন থানা-পুলিশের 'গোপন সূত্র' বলে দিকে দিকে পরিগণিত হচ্ছেন। একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার সহ দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে লাগাম টানতে নাস্তানাবুদ পুলিশ দিন-রাত তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে চলেছে। এদিকে, এমনতর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গ্রাসরুট লেভেলের তৃণমূল নেতা-কর্মীদেরও চরম অস্বস্তিকর অবস্থায় চলতে হচ্ছে। এনিয়েও অবশ্য বিরোধী বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেস প্রথামাফিক সমালোচনার পথেই হেঁটেছে। রাজ্যজুড়ে চলতে থাকা এই অভূতপূর্ব তৎপরতাটিকে নাটক বলে কটাক্ষ করছে বিরোধীরা। বঙ্গ রাজনীতির অশান্ত পরিস্থিতিতে এরাজ্যের সিংহভাগ মানুষেরই বদ্ধমূল ধারণাই হল, এখনকার সংসদীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে গেলে বিপুল জনসমর্থনের পাশাপাশি প্রচুর অর্থ এবং পেশী শক্তি অবশ্যম্ভাবী। তিন-চার দশক আগে দেশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর আস্থা-ভরসা করে চলা রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন ঘোষিত নীতি ও দাবির ওপর ভিত্তি করে জনতা জনার্দনের রায়ের প্রতিফলন ঘটত। সেখানে অর্থ ও পেশী শক্তি প্রদর্শন ছিল কার্যত গৌণ। বর্তমানে রাজ্যবাসী এমনটা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারছেন না। এখন শাসকদল থেকে শুরু করে বিরোধী, কার্যত সকলেরই ছত্রছায়ায় নানা কারণে বেড়ে উঠছে শত শত সমাজবিরোধী সহ সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। অন্ধকার জগতের এই মনুষ্যরূপীরাই বিভিন্ন নির্বাচনে নেতাদের ভোট বৈতরণী পার করাতে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যেকারণে বঙ্গের ভোট রাজনীতির ময়দানের একটা বড়ো অংশ জুড়েই অনিয়ম, দুর্নীতি, নৃশংসতা, অস্থিরতা, হিংসা, খুন, লুটপাট, দখলদারি বিরাজমান। পরপর জনপ্রতিনিধি খুন, বীরভূমের রামপুরহাটের

বগটুই গ্রামে অসংখ্য সাধারণ মানুষকে পুড়িয়ে খুন এসবই তো হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির অংশ। মূলত বিভিন্ন এলাকায় দাগি দুষ্কৃতী ও সমাজবিরোধীদের নানাভাবে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণির কেষ্টবিষ্টু' মার্কা নেতা-কর্মীরা কোটি কোটি টাকা লুটছেন। অন্যদিকে, সেই লুটের বখরা চলে যাচ্ছে আরও বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য কর্তাব্যক্তির কাছে। বগটুই কাণ্ডের পর সিপিএমের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনওরকম রাখঢাক না করে তো বলেই দিয়েছেন, বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের তোলাবাজির বখরার নিয়মিত ভাগ পান পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারাও। রাজ্যে বেআইনি অস্ত্রের রমরমা সহ দুষ্কৃতীদের দাপট বৃদ্ধিতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকেই আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে বিরোধীরা। এমনকি, রাজ্যের সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অংশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে প্রশাসনিক অব্যবস্থার দিকেই আঙুল তুলে দিয়েছেন। এই সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বগটুইয়ে বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে পুলিশকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যজুড়ে সমস্ত বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করার। সেই নির্দেশের পরপরই হুকুম তামিল করতে পুলিশও আদাজল খেয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে। কিন্তু, পুলিশ জানে কাজটা কঠিনই শুধু নয়, দুঃসাধ্যও। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রীকে কাজ দেখিয়ে কতটা খুশি করা যায় সেই নিয়েই ঘোর দুঃশ্চিন্তায় থানার কর্তাব্যক্তিরা। দুষ্কৃতীরা যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে শাসকদলের ডাকাবুকো নেতা-নেত্রীদের ছত্রছায়ায় থেকে রাজ্যজুড়ে কার্যত বোমা-বন্দুকের কারখানা বানিয়ে মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলে তখন পুলিশও অসহায় হয়ে পড়ে। তাই এক্ষেত্রে রেহাই পেতে পুলিশই তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালী নেতা-কর্মীদের দ্বারস্থ হয়েছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ আধিকারিকরা ওইসব দাপুটে নেতা-কর্মীর সঙ্গে কথা বলে এলাকা থেকে বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র সহ দুষ্কৃতীদের হদিশ পেতে কার্যত মরিয়া হয়ে পড়েছে।একাধিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু প্রভাবশালী নেতার এবিষয়ে সরস মন্তব্য হল, এখন পুলিশের 'গোপন সূত্র' বলতে তৃণমূল কর্মীরাই। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের এক সদস্য তথা দলেরই এক প্রভাবশালী বিধায়কের অন্যতম প্রধান সেনাপতি মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার একটি থানায় বসে পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, পুলিশের এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার সহ দুষ্কৃতীদের খুঁজে পাওয়া। সেজন্য পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরতেও শুরু করে। কিন্তু, যখন কাজের মতো কাজ হল না তখন পুলিশ আমাদের মতো তৃণমূল কর্মীদের ডেকে ডেকে এই বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের কাজে সহায়তার জন্য অনুরোধ করছে। কিন্তু, আমাদেরও তো অনেক সমস্যা রয়েছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরনের নির্দেশ মেনে আমাদেরও চলতে হয়। এক্ষেত্রে পুলিশের পাশাপাশি আমরাও বেশ চাপের মধ্যে রয়েছি। তিনি আরও বলেন, সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে নিজের হাতে গড়ে তোলা দলটাকে এবার দিদি নিজেই শেষ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন। পুলিশের একাংশ অবশ্য বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের কাজে বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের তলব করে সহায়তা চাওয়ার মধ্যে কোনও আপত্তিকর কিছু দেখছে না বলে জানিয়েছে।

লিঙ্গ পরিবর্তন

প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত এখন বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের টার্গেট করা যাচ্ছে না। চার্লি চ্যাপলিনের 'মর্ডান টাইমস' সিনেমায় দেখানো হয়েছে ভেড়ার পালের মতো হাজার হাজার শ্রমিক কারখানায় ঢুকছে ঘড়ির সময় মেপে। তখন কলকারখানায় হাজার হাজার শ্রমিক অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। তাই কোনও এক যুগে বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের নিয়ে লড়াই সম্ভব ছিল। এখন গুগুল, ফেসবুক, ইউটিউব-এর মালিকরা তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ৫০ থেকে ২০০ জন কর্মী নিয়ে পৃথিবীর সেরা ধনপতিতে পরিণত হচ্ছেন। ফলে যুগ পরিবর্তনে পুঁজিপতিদের সেভাবে 'শত্রু' টার্গেট করে লাভ হচ্ছে না।

সুতরাং 'করোনাই' এখন সবেধন নীলমণি। 'শত্রু' বুঝে লড়াইয়ের রূপরেখা তৈরি হয়। করোনা যখন শত্রু তখন তার বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে- সেবামূলক কাজ। তাই সিপিএম বাজারে আমদানি করল রেড ভলেন্টিয়ার্স। কফ, থুতু, রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি তারা ২০ টাকায় কোথাও বা বিনামূল্যে কর্মহীন দরিদ্রমানুষদের খাবারের প্যাকেট বিলি করা শুরু করলেন। কোথাও কোথাও ক্যান্টিন খুলে খাবারের প্যাকেট দেওয়া হতে থাকল। কমরেডদের অনেকে আবার এও জানালেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাকি জার্মানে কম্যুনিস্ট পার্টি অসহায় মানুষদের খাদ্য বন্টন করেছিল। তার ইতিহাস তারা শোনালেন।তবে তাদের জানা ইতিহাসে মা সারদার কথা অনুপস্থিত। সারদাদেবীর বাবা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তথাপি দেশে নানা সময়ে দুর্ভিক্ষের মধ্যে তিনি গ্রামবাসীদের খিচুড়ি বিতরণ করতেন। মা সারদার তখন মাত্র পাঁচ-ছয় বছর বয়স। তিনি সেই সময় বাবা-কে হাতে হাতে সাহায্য করতেন। যারা খেতে বসতেন, মা সারদা তাদের মাথায় হাত পাখা দিয়ে হাওয়া দিতেন, যাতে গরম খিচুড়ি ঠাণ্ডা হয়।রাজনীতির জগতে এদের কথা কখনই বলা হবে না। কারণ এরা আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। তাই। করোনা আবহে সিপিএম তাদের সমস্ত সেবামূলক কাজের জন্য নতুন নাম দিয়েছে রেড ভলেন্টিয়ার্স। ভলেন্টিয়ারস-এর বাংলা পরিভাষা- স্বেচ্ছাসেবী। মানে যারা সেবামূলক কাজ করেন। তাতে কেমন যেন বিপ্লব বা লড়াইয়ের গন্ধ নেই। তাই ভলেন্টিয়ারস্ এর নামের আগে 'রেড' মানে লাল শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়েছে। তাতে একটা বৈপ্লবিক সত্তা আনা গেল। সেই সঙ্গে রেড ভলেন্টিয়ারস্ তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে ব্যানারের ওপর কবিতার দুটো লাইন তুলে ধরলো- 'স্পর্ধা ছিলো স্বপ্ন জেতা, এই তো ছিলো সাধ, দু'মুঠো ভাত সবাই খাবো, কেউ যাবে না বাদ।''

আমাদের সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন- 'চাইনা মাগো রাজা হতে, রাজা হবার সাধ নাই মা গো, দু'বেলা যেন পাই মা, খেতে।'

কিন্তু রেড ভলেন্টিয়ারস্ রামপ্রসাদের গান কোনও মতেই শ্লোগান করবে না। তাতে যে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া আছে। স্বামীজী বলেছেন- ভারতের চিরাচরিত আদর্শের কথা। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর', ভারতবর্ষ ঋষি মুনিদের দেশ। এখানে ত্যাগ আর সেবার মাধ্যমে নিমেষে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়।

লড়াই, ঘাম, রক্ত ইত্যাদি শব্দ এদেশে খাপ খায় না। যদিও রামায়ণ, মহাভারতের পাতায় পাতায় যুদ্ধের বর্ণনা। তথাপি 'যুদ্ধ' এই মহাকাব্যে গৌণ মাত্র। আসলে তিতিক্ষা, তপস্যা, ধ্যান, ত্যাগ, অহিংসা আর সেবাব্রত হচ্ছে এই মহাকাব্যের সারবস্তু। এ দেশে প্রতিবছর সবচেয়ে বেশি বিক্রিত হয় পঞ্জিকা। তারপর রামায়ণ-মহাভারত। আর সারা বিশ্বে সব চেয়ে বেশি বিক্রি হয়- বাইবেল। তথ্য তাই বলে। আশির দশকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' এর কপিরাইট উঠে গেলে, কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় 'কথামৃত' কিনতে ক্রেতাদের এতো লাইন পড়েছিল যে, পুলিশকে লাঠি চার্জ করতে হয়। এটা পৃথিবীতে ব্যতিক্রম ইতিহাস। এই তথ্য থেকে প্রমাণ হয় এদেশে আধ্যাত্মিকতা, সেবা, ত্যাগ মানুষের অন্যতম আদর্শ।

সর্বশেষ বিধানসভা-লোকসভা-পুরসভার নির্বাচনে সিপিএম কমবয়সী যুবক-যুবতীদের সবচেয়ে বেশি প্রার্থী করেছে। এবং এই প্রার্থীদের যোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে— রেড ভলেন্টিয়ার্স হিসাবে তারা যে মানুষের সেবায় কতো কাজ করেছেন, সেটা তারা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। আমার এই লেখা সমালোচনা নয়, রেড ভলেন্টিয়ারস্-এর জয় জয়কার হোক।'করোনাকে' শত্রু বানিয়ে সিপিএম যদি লড়াই ছেড়ে সেবাব্রতের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলে তাতে নিন্দার কিছু নেই। মহাভারতের দ্রোণাচার্য ছিলেন ব্রাহ্মণ। অথচ তিনি পেশা হিসাবে ক্ষত্রিয় ধর্ম বেছে নিয়েছিলেন। তাতে ক্ষতি কী?\ কমরেড যদি রেড ভলেন্টিয়ারস্ হয়ে মানুষের সেবা করেন তাতে দোষের কী আছে। তাছাড়া লিঙ্গ পরিবর্তন আইনি এবং সামাজিকভাবে স্বীকৃত।

সংবর্ধনা পুরপ্রধান ও উপ পুরপ্রধানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ এপ্রিল বজবজ প্রেস ক্লাব বজবজ পুরসভার পুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত এবং উপ পুরপ্রধান মহম্মদ মনসুরকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল। দুজনকে স্মারক ও শংসাপত্র তুলে দেন বজবজ প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দ। প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রেস ক্লাবে চা-চক্রে

আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁরা আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং রমজানের পর একদিন তাঁরা ক্লাবে আসবেন বলে কথা দেন।

স্কুল পড়ুয়াদের টেলিস্কোপের সাহায্য মহাকাশ দর্শন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশে গ্রহ নক্ষত্র চেনানোর উদ্যোগ নিলো বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশ। 'প্রত্যয়' নামের জয়নগরের একটি সংগঠন এবং জয়নগর ১ ব্লকের স্কুল পরিদর্শক বিভাগের সহায়তায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জয়নগর থানার ছাদে তিনটি টেলিস্কোপের সাহায্যে জয়নগর থানা এলাকার ১০ টি স্কুলের চতুর্থ থেকে অস্টম শ্রেণীর ১২০ জন পড়ুয়াদের এই গ্রহ নক্ষত্র চেনানোর কর্মসূচির নেওয়া হয়েছিল।এদিনের অনুষঠানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'আকাশ ভরা, সূর্য তারা'। টেলিস্কোপের সাহায্যে এই প্রথম জয়নগর থানার ১০ টি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা রাতের আকাশের গ্রহ নক্ষত্রদের দেখলল। পাশাপাশি শুধু দেখাই নয়, তাদের সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের বিস্তারিত তথ্য ও তুলে ধরেন এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা। বারুইপুর পুলিশ জেলা তথা জয়নগরে এই প্রথম এমন একটি উদ্যোগ নেওয়া হলো।আর তাই ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকেরা এমনকি এলাকার মানুষেরা উৎসাহিত। তাঁরা সকলেই এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। আগে থেকেই স্কুলে এই আকাশ দেখার জন্য নাম নেওয়া হয়েছে। যারা নাম নথিভুক্ত করেছে তারাই এই আকাশ দেখার সুযোগ পেয়েছে। টেলিস্কোপে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র দেখানোর আগে জায়েন্ট স্ক্রিনে ছবি দেখিয়ে তাদের সম্বন্ধে নানা রকমের তথ্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তুলে ধরা হয় এদিন। এদিন এই অনুষ্ঠানের শুরুতে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের সামনে সংয়সিদধা ও সাইবার ক্রাইমের উপর সচেতন করা হয় পড়ুয়া ও অভিভাবকদের। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু, বারুইপুর মহিলা ওসি কাকলি ঘোষ কুন্ডু, জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা, জয়নগর উওর চক্রের স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ সহ আরো অনেকে। এদিন এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠানে আসতে পেরে খুশি। এই পুলিশ জেলায় এই প্রথম এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান হলো। এতে পড়ুয়াদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকখানি লাভ হলো। তাছাড়া এখানে স্বয়ংসিদ্ধা ও সাইবার ক্রাইমের উপর ও সচেতন করা গেল। এই ধরনের কর্মসূচিতে যোগদান করে খুশি পড়ুয়ারা। রাতের আকাশের গ্রহ নক্ষত্রদের সম্বন্ধে জানতে পেরে তাদের আকাশ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ আরও বেড়ে গেল বলে মনে করেন উদ্যোক্তারা।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন চন্দননগর আদালত শাখার উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার ২ মার্চ আদালত প্রাঙ্গণে স্বর্গীয় বর্ষীয়ান ল'ক্লার্ক অনাদিনাথ ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়। তিনি ১০২ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এই শিবির উদ্বোধন করেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী। সংগঠনের জেলা কোষাধ্যক্ষ নারায়ণ হালদার জানিয়েছেন, প্রচণ্ড গরমে মুমূর্ষ রোগীকে এক বোতল রক্ত দিয়ে উপকৃত করলে সেই ব্যক্তির জীবন ফিরে পায়। এখন জেলার হাসপাতালগুলিতে প্রচণ্ড রক্তের সংকট দেখা দিচ্ছে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার থেকে রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন। এতে মোট ৬০ জন রক্ত দেন। রক্তদাতাদের গাছের চারা দেওয়া হয়। এই মহৎ অনুষ্ঠানে রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত

ছিলেন সংগঠনের জেলার সভাপতি প্রদীপ দাস, রাজ্য সদস্য প্রশান্ত চক্রবর্তী, চন্দননগর আদালত শাখার সম্পাদক শিবশঙ্কর কোলে, লোকনাথ ভট্টাচার্য, সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ চক্রবর্তী, ভদ্রেশ্বর পুরসভার কাউন্সিলর ও চেয়ারপার্সন বাপী মালিক, চন্দননগর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সৌমেন পাল, চন্দননগর পুরনিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ঋতুপর্ণা সাউ মণ্ডল।

বিদ্বজনদের

প্রথম পাতার পর

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে আজকের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী যাদের নিয়ে একদিন পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন তাদের আবেদনকে কি কানেও তুললেন না? তা না হলে অপরাধী সন্দেহে থানার আইসিদের নাম উঠে আসছে কেন? কেন রাজ্যের পুলিশের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ উঠছে। নিশ্চয়ই পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন বিদ্বজনেরাও। নিশ্চয়ই এসব দেখে এরপর তারা আরও মুখর হবেন। সেই অপেক্ষাতেই দিন গুনছে বাংলার মানুষ।

মতুয়াদের উপর

প্রথম পাতার পর

তবে কাজীপাড়া এলাকায় দুষ্কৃতী হামলায় সুমন হালদার ও দলপতি বিধান হালদার উভয়েই ব্যাপক আহত হন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দলপতি বিধান হালদারকে ছেড়ে দেওয়া হলেও সুমন হালদারকে গুরুতর আহত অবস্থায় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও এখনও তিনি অসুস্থ ও দুর্বল। এই ঘটনায় বারাসত থানায় একটি মামলা দায়ের হয়। যার কেস নম্বর বারাসত পিএস২০৬/২২ তারিখ ৩১/৩/২২ মোট ৬টি ধারায় মামলা লাগু হয়। বারাসত থানার পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত জাহির মোল্লা, মহ. শাহজাদা, তোহিদ খান, সিরাজুল শেখ সহ মোট ছয় জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই কেসটির আইও বারাসত এসডিপিও অনিমেষ রায় স্বয়ং। তিনি আরও বলেন, কাজী পাড়ায় যখন হামলার ঘটনাটি ঘটে তখন রাত প্রায় দেড়টা। এখানে যে কালভার্টটি আছে তা অত্যন্ত সংকীর্ণ। পাশাপাশি দুটো গাড়ি যাতায়াত প্রায় অসম্ভব। এই সুযোগটাকেই দুষ্কৃতীরা কাজে লাগায়। ২৯ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত এই মহামেলার দিন ধার্য হয়। প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ লক্ষ ভক্ত সমাগম ঘটে এই উৎসবকে ঘিরে। তবে কাজী পাড়ার এই দুষ্কৃতী হামলা নিতান্ত কোনও দুর্ঘটনা বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এটা পরিকল্পিত একটি জাতিগত আক্রোশ থেকে ঘটে বলেই আমার বিশ্বাস। এরকম ঘটনা যদি বিপরীত দিকে ঘটত, তাহলে এতক্ষণে রাজ্য জুড়ে আগুন জ্বলত। কিন্তু আমাদের উপর ঘটা এই হামলায় প্রশাসন তুলনামূলকভাবে নীরব। অতীতে এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। দুশত শান্তনু ঠাকুর এবং মমতাবালা ঠাকুর রাজনীতিগতভাবে বিপরীত পন্থী হলেও সম্প্রদায়গতভাবে উভয়েই এক ছাতার তলায়। এবং এই দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় সকলেই ক্ষুব্ধ।' মহীতোষবাবু আরও বলেন, 'এই ঘটনার প্রতিবাদে দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে, মঙ্গলবার বিকেলে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের বারাসত সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে চাঁপাডালি মোড়ে প্রায় পাঁচ হাজার মতুয়াদের এক অবস্থান বিক্ষোভ হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন, বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুনীল মণ্ডল ও সম্পাদক সুজন সিকদার।'

মৌলেদের মঙ্গল কামনায় দক্ষিণরায় ও নারায়ণী পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ৯ এপ্রিল থেকে বৈধ অনুমতি নিয়েই সুন্দরবন জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করার জন্য রওনা দেবেন মৌলিরা। দক্ষিণ রায়ের ডেরায় যাতে করে মৌলেদের কোন বিপদের সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য দক্ষিণরায় ও তাঁর মা নারায়ণী দেবীকে তুষ্ট করে মৌলিদের মঙ্গল কামনা করে পুজো দিলেন গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকা ঝড়খালী, পাখিরালয় সহ বিভিন্ন এলাকায় চলছে দক্ষিণরায় ও নারায়ণী দেবীর পুজো। উল্লেখ্য কথিত রয়েছে এই দক্ষিণরায় বাঘদের দেবতা। ফলে তাঁকে তুষ্ট করলেই জঙ্গলে কোনও বিপদ হবে না। কারণ তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্তা বিগত দুবছর করোনা আর লকডাউনের জন্য সুন্দরবন জঙ্গলে মধু সংগ্রহের জন্য তেমন ভাবে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তা ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মৌমাছিরা সে ভাবে আসেনি। অন্যান্য বছর মধু সংগ্রহ হয় ১০ থেকে ২০ হাজার কেজি। সেখানে ২০২১ এ সংগ্রহ হয়েছে মাত্র ৩৫০০ কেজি। যা অত্যন্ত নগণ্য। চলতি বছর প্রাকৃতি পরিবেশ রয়েছে ভালো এবং ভিন জায়গা থেকে প্রচুর সংখ্যক মৌমাছি সুন্দরবনে প্রবেশ করেছে। পাশাপাশি

আবহাওয়া ভালো থাকার কারণে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে খলসি ফুলও ফুটেছে প্রচুর। এই খলসি ফুল থেকে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করে। আর পৃথিবীর একমাত্র সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অরণ্য ছাড়া অন্যত্র কোথাও খলসি ফুল গাছ নেই। তাছাড়াও এই খলসি ফুলের মধু অত্যন্ত সুস্বাদু এবং পৃথিবী বিখ্যাত। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে আগামী ৯ এপ্রিল থেকে সুন্দরবন জঙ্গলে মৌলেরা প্রবেশ করে মধু সংগ্রহ করতে পারবেন ১৫ মে পর্যন্ত। মূলত মৌলেরা সুন্দরবনের বসিরহাট এবং পাখিরালয় থেকে জঙ্গলে প্রবেশ করবেন। পরে সেখান থেকে জঙ্গলের মধ্যে ৪-৫ জনের এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে মধু আহরণ করবে। জানা গিয়েছে প্রাথমিক ভাবে বনদফতর ৬০ টি দল কে মধু সংগ্রহের জন্য অনুমতি দিয়েছে বনদফতর। চলতি বছর বাঘের আক্রমণে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েছে। আর সেই কারণে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌলেদের প্রাণহানির ঘটনা ঘটলে মাথা পিছু ১ লক্ষ টাকা বিমার ব্যবস্থা করেছে বনদফতর। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন জানিয়েছেন ৯ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত মৌলেরা জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে পারবেন। সংগৃহিত মধু ২০০ টাকা কেজি প্রতি দরে কিনে নেবে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফরেষ্ট কর্পোরেশন। সেই মধু সংশোধন করে প্যাকেজিং হবে। পরে তা 'মৌবন' নামে খোলা বাজারে বিক্রি করবে। তাঁর দাবি, খলসি ফুল ভালো মতো ফুটেছে। ফলে চলতি বছর ১০ হাজার কেজির উপর মধু সংগ্রহ হবে বলে আশা করা যায়।

মহানগরে

কলকাতায় রোজ ২০ কিমি কেবল্ সাফাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতাকে কেবল ও ইন্টারনেটের তারের জঞ্জালমুক্ত করতে এক বছর সময়সীমা নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। সেজন্য দৈনিক ২০ কিলোমিটার করে নিষ্ক্রিয় কেবল ও ইন্টারনেট তার সাফাই ও ড্রেসিং করার নির্দেশ মাল্টি-সিস্টেম অপারেটর' (এমএসও) সহ সংস্থা গুলিকে নির্দেশ দিল কলকাতা পুরসভার লাইটিং ও ইলেক্ট্রিসিটি দফতরের আধিকারিকেরা। সঙ্গে ছিলেন বিভাগীয় মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি। এই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সংস্থাগুলি রোজ কাজ করবে। কেবল কোম্পানি ও ইন্টারনেট সংস্থা ও সিইএসসি মিলিয়ে আট হাজার কিলোমিটারের বেশি নিষ্ক্রিয় কেবল কাটা হবে।

এক্সাইড মোড়ে তারের ঘনঘটা। —নিজস্ব চিত্র

কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ইতিমধ্যেই কেবল তারের জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ সংস্থা গুলি শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০০ কিলোমিটার তারের জঞ্জাল সাফাই হয়েছে। এই কাজে গতি আনতে তারের জঞ্জাল সাফাইয়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ৫ এপ্রিল কেন্দ্রীয় পুরভবনে সিইএসসি, বিএসএনএল – সহ মোট ২৭ টি কেবল পরিষেবা সংস্থাকে নিয়ে বৈঠক করে পুর আলো দফতরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি। মেয়র পারিষদ বলেন, কলকাতা পুর এলাকায় যত্রতত্র কেবল তারের জঞ্জাল বরদাস্ত করা হবে না। বেআইনি ভাবে কেবল সংস্থা গুলি ইচ্ছে মতো তার টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তারের ভারে বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ছে। এক বছরের মধ্যে সেই কেবল তারের জঞ্জাল সরিয়ে ফেলতে হবে। সেজন্য কলকাতা থেকে প্রতিদিন ২০ কিলোমিটার করে কেবল তারের জঞ্জাল সাফাই করতে হবে কেবল অপারেটরদের। চলতি বছরের এই এপ্রিল থেকে কলকাতা পুর এলাকায় কলকাতা পুরসভার বৈধ অনুমতি ব্যতীত আর ইচ্ছে মতো বিদ্যুতের খুঁটি থেকে কেবল তার টেনে নিয়ে যেতে পারবে না বলে মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি কেবল অপারেটর সংস্থা গুলিকে জানিয়ে দেন। কলকাতা পুরসভার বিদ্যুতের খুঁটি বা সিইএসসি – র বিদ্যুতের খুঁটিতে ২৪ কোরের বেশি মোটা ফাইবার লাগানো সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জলের অপচয় রুখতে সরু হবে ফেরুল

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুর এলাকার সর্বত্র পরিশ্রুত পানীয় জলের অপচয় হলে জলের ফেরুল সরু করে নেওয়া হবে। কলকাতা পুর এলাকার এখনও বেশ কিছু ওয়ার্ডের নতুন বসতি এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের যথেষ্ট অভাব বা অন্যত্র জলের চাপ কম আছে। বিশেষ করে যাদবপুরের ১০৬, ১০৯, ১১৩, ১১৪ বেহালার ১২৬, ১২৭, ১২৮ এই সমস্যাটা বেশি। গরম কালে এই সমস্যাটা প্রকট হয়ে ওঠে। দক্ষিণ কলকাতাবাসী পানীয় জলের অভাবে ভুগছে, অন্যদিকে উত্তর কলকাতায় জলের অপচয় জারি রয়েছে। কলকাতা পুরসভা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, জলের মূল্য বুঝতে হবে কলকাতাবাসীকে॥ শহরে যেখানে জলের অপচয় হবে সেখানেই হবে সেখানেই ব্যবস্থা নেবে কলকাতা পুরসভা। তিনি আরও বলেন, কলকাতা পুরসভার জল সরবরাহ দফতরকে আগেই বলা আছে। যেখানেই স্ট্যান্ড পোস্টের কলের জল পড়ে নষ্ট হচ্ছে, সেখানেই কলের চাবি লাগিয়ে দিতে হবে। তার পরেও যদি কলটি কেউ ভেঙে দেয় তাহলে সেই স্ট্যান্ড পোস্টটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। মহানাগরিক বলেন, কলকাতা পুরসভার জল সরবরাহ দফতরের লক্ষ্য কলকাতার সমস্ত বাড়িতে জলের কল ঢুকিয়ে দেওয়া। কিন্তু যেখানেই দেখবো জল অপচয় হচ্ছে। ওভার ফ্লো হচ্ছে, সেখানেই জলের পাইপের ফেরুল সরু করে দেওয়া হবে। কলকাতার সর্বত্রসহ উত্তর কলকাতায় জলের অপচয়

একটু বেশি। এজন্য জল সরবরাহ দফতরের ইন্সপেক্টররা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দেখে নেবে কলকাতার কোথায় কোথায় পরিশ্রুত পানীয় জলের অপচয় হচ্ছে।

সেখানেই জলের ফেরুল সরু করা হবে। তবে কলকাতার গঙ্গার জলের কলগুলি যেমন আছে তেমনই থাকবে। ওগুলিতে হাত দেওয়া হবে না। কিন্তু পরিশ্রুত জলের কল দিয়ে জল পড়ে নষ্ট হলে বা ওই জল দিয়ে গাড়ি ধোয়া হলে কলের ফেরুল ছোটো করে জলের গতি কমিয়ে দেওয়া হবে। মহানাগরিক জানান, আসলে কলকাতার জনসংখ্যার তুলনায় পরিশ্রুত পানীয় জলের উপাদন অনেক বেশি। কিন্তু দুর্ভাগ্য জল থাকলেও কলকাতার অনেকগুলি ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছেছে না। পরিশ্রুত জলের অপচয়ের জন্য। আসলে জল দেওয়া কলকাতা পুরসভার একটা প্রাথমিক কাজ। আর সেই জলের অপচয় রোধ করাটাও একটা প্রাথমিক কাজ।

ভূগর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে উদ্যোগ নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। কলকাতার জলস্তর ক্রমশ নামছে। অথচ শহরে অনেক বহুতল ভূগর্ভস্থ থেকে ইচ্ছে মতো জল তুলছে। মহানাগরিক বলেন, কোনও বহুতল নির্মাণের আগে সেখানে কত সংখ্যক ফ্ল্যাট থাকবে, কত পরিমাণ জলের প্রয়োজন হতে পারে নির্মাণকারীকে তার হিসাব দিতে হবে। এছাড়া যেখানে বহুতল নির্মাণ করা হবে, সেখানে ভূগর্ভস্থ জল তোলার অনুমতি না থাকলে কিংবা কলকাতা পুরসভার পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার পরিকাঠামো না থাকলে সেই বহুতলের বিল্ডিং প্ল্যানিংয়ে অনুমোদন মিলবে না। আসলে ভূগর্ভস্থ জল তোলায় একটা নিয়মানুবর্তিতা রাখতে হবে।

বালিগঞ্জে এবার লাইভ ওয়েব কাস্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারে ১২ এপ্রিল বালিগঞ্জে (১৬১) বিধানসভার উপনির্বাচনে কেন্দ্রের মোট ৩০০ বুথ থেকেই লাইভ ওয়েব কাস্টিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। অর্থাৎ কমিশনের কন্ট্রোল রুমে ভোট-প্রক্রিয়ার সরাসরি ভিডিও সম্প্রচার হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রের খবর, বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ করতে কেন্দ্রের সব ক'টি বুথেই লাইভ ওয়েব কাস্টিং হবে। বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ৩০০ টি বুথের মধ্যে ২৩ টি স্পর্শকাতর বা

ক্রিটিকাল। বালিগঞ্জে ৪০ জন মাইক্রো অবজারভার থাকছেন। আগামী ১৬ এপ্রিল বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে আলিপুর হেস্টিংস হাউসের অভ্যন্তরে 'ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন ফর উমেন ওয়েস্ট বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ', ২০বি – জাজেস কোর্ট রোড, হেস্টিংস হাউস, কলকাতা – ২৭।

পুর ফটো কনটেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছবি তুলতে ভালোবাসেন। বিশেষ করে এক্সক্লুসিভ ছবি তুলতে ভালোবাসেন? তুলে ফেলুন। এবার আপনার তোলা ছবি ফ্রেম করে কলকাতা পুরসংস্থার কেন্দ্রীয় পুরভবনে ঐতিহাসিক দেওয়ালে স্থায়ী ভাবে স্থাপন করে দেওয়া হবে। পুর ইনফরমেশন টেকনোলজি দফতর-এর মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা ২ এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, কলকাতা পুরসংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত 'আমার চোখে কলকাতা' কেএমসি ফোটো কনটেস্ট ২ এপ্রিল লঞ্চ করেছে। আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। কলকাতাবাসী তাদের লেন্স দিয়ে কলকাতাকে বিভিন্ন স্টিল ছবির মাধ্যমে ক্যাপচার করে কলকাতা পুরসংস্থার যে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ রয়েছে, তাতে একটি 'ফেসবুক ইভেন্ট পেজ' তৈরি করা হয়েছে, তার নাম 'আমার চোখে কলকাতা'। তাতে কলকাতাবাসী নিজের লেন্সে ধরা আইকনিক স্টিল ছবিটি আপলোড করে দেবে। কলকাতা পুরসংস্থা ওই আপলোড করা ছবি গুলি থেকে ৩০টি ছবি মহানাগরিক ডিজিটাল একজিবিশনের মাধ্যমে ৩০ এপ্রিলের পর বেছে নেবেন। ওই ৩০টি ছবি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী টাউন হলে প্রদর্শিত হবে। এছাড়াও তিনটি সবচেয়ে ভালো ছবি ফ্রেমবন্দী করে কলকাতার পুরসংস্থা কেন্দ্রীয় পুরভবনের ঐতিহাসিক দেওয়ালে স্থায়ীভাবে লাগিয়ে দেওয়া হবে। কলকাতা পুর এলাকার অলিগলি রাজপথ যে কোনও প্রান্তের যে কোনও ছবি তুলে কলকাতা পুরসংস্থার ফেসবুক পেজে আপলোড করতে হবে।

রামের অভাবে রাম রাজত্ব থেকে বঞ্চিত মানুষ

প্রিয়ম গুহ

রাম অতি সুবোধ বালক। বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের রাম শীর্ষক গল্পতে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার চিত্র তুলে ধরেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পিতামাতার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা, ভাইবোনেদের সাথে বাক বিতন্ডা নয়, সকলকেই নিজের মনে করে কটু বাক্য না বলে সবার কাছে প্রিয় হয়ে থাকা। ছোটবেলার স্কুলে এই সব পাঠ্যের মাধ্যমেই দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভিত শক্ত করার কাজ চালানো হতো। বিদ্যাসাগর মশাই যেন প্রকৃত সূর্য বংশের রামের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে অদূর ভবিষ্যতের ভিত শক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ হয়তো বর্ণপরিচয় ভুলে গেছে সকলেই।

রামায়ণের সূর্যবংশীয় রাম তাঁর রাজ্যের রাজা তথা তাঁর পিতার মান রাখতে এবং তাঁকে সম্মান জানিয়ে সব কিছু ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন বনে। কিন্তু অন্যায়কে প্রশ্রয় সে কোনওদিনই দেয়নি তাই ধরিত্রী মাতা সীতার অপহরণে তিনি মেনে নিতে পারেননি যে তার দেশ সীতার আশীর্বাদ হাতছাড়া করবে তাই অন্যায়ভাবে অপহরণ করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মহাবীর হনুমানকে নিজের সৈন্য সম্বল করে মহাপণ্ডিত রাবণকে নিকেশ করে দেশের হিতের জন্য।

বর্তমান রাজনীতিতে ইদানিং কালে মুখে মুখে শোনা যায় রাম রাজ্যের কথা। দেশে ইতিমধ্যেই অযোধ্যা ফিরে পেয়েছে বহু দিনের রাম জন্মভূমির তকমা। হৈ হৈ-রৈ রৈ করে চলছে রাম মন্দির গড়ার কাজ। রাম নবমীর দিন বিভিন্ন জায়গায় পুজো অর্চনা করার সাথে সাথে রামের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠবে রাজপথ। মিছিল গেরুয়া পতাকায় উচ্চকন্ঠের জয় শ্রীরাম ধ্বনি নিয়ে চলবে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। পশ্চিমবঙ্গের কথা ভাবতে গেলেই আরও বেশি করে যেন উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। বারবার মনে করিয়ে দেয় যেন সেই জয় শ্রীরাম ধ্বনি নিয়ে রাজনৈতিক কচকচানি। এই ধ্বনিতেই মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকলাপ বাঙালির গরিমাকে অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছিল। তেমনই সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চে এই ধ্বনির ব্যবহার হয়েছিল দর্শক মণ্ডলীর তরফ থেকে কিছুটা যেন ব্যাঙ্গাত্মক ভাবেই,যা সত্যি

সেই অনুষ্ঠানের গরিমাকেও ম্লান করে দেয়। রাজনৈতিক হ্যাংওভারে পড়ে থাকা সভ্যতা কী রামরাজত্ব আর ফিরে পাবে? একটু ভাবলে দেখা যাবে রাম রাজত্বের হতে গেলে প্রথম প্রয়োজন রামের। রামের মতো নেতা এখন আর নেই এবং তৈরি করারও কোনও তাগিদ নেই কারোর। বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতারাই এখন অন্যায়ের সাথে ওতোপ্রতো ভাবে লিপ্ত থাকেন। দুর্নীতি তাদের জীবনের প্রথম 'চ্যাপটার'। রাজনীতির আঙিনায় এসে দাঁড়ানোর মূল লক্ষ্যই হলো কীভাবে লোক ঠকিয়ে শুধু নিজেরটাকেই ভাবা যায়। শাসক বিরোধী সব দলগুলোতেই এমন নিদর্শন আছে ঝুড়ি ঝুড়ি। নীতি আদর্শবোধ এখনকার নেতাদের মধ্যে নেই বললেই চলে তাই বছরের পর বছর ডিগবাজি খেয়ে এদল ওদলে স্বার্থের তাগিদে ঘুড়ে বেড়ায়। এই সব স্বার্থান্বেষীদের নেতা হিসাবে মানুষ আর গ্রহণ করতে চাইছে না। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করতে নিজের লোকেদের সাথেই খুনোখুনিতে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। দেশের হিতের জন্য যেই জিনিসের প্রয়োজন তা রাজনৈতিক হিংসার কারণে বিরোধিতা করে দেশের ভবিষ্যৎকে আরও ত্বরান্বিত করছে তারা। নেতাদের হয়ে উঠতে হবে এমন শক্তিশালী যাতে শাসকের ভালো ভাবনাটাকে সূক্ষাতিসূক্ষরূপে ভালো করে তোলা যায় সেটাই হবে পক্ষ বিপক্ষ নেতাদের মূল কর্তব্য।

প্রজা পরায়ণ নেতার অভাব এখন সর্বক্ষণ চোখে পড়ে। রাম ছিলেন প্রজাঅন্ত প্রাণ। কিন্তু নেতারা রাম রাজত্বের কথা মুখে বললেও নিজেদেরকে রামের স্থানে নিয়ে যেতে অপারগ। নেতা আসে নেতা যায়, রাজা আসে রাজা যায়, পোশাকের রং বদলায়, স্বভাব বদলায় না। কিন্তু তাদের স্বভাবের কারণে বদলে যায় দেশের ভবিষ্যৎ। দেশকে তারা পর্বতের উঁচু শিখরে পৌঁছে দেওয়ার কাজ না করে দেশের মান গরিমাকে জলাঞ্জলি দেয়। তাঁদের মনে রাখা দরকার তাদের এই কাজের কারণে একদিন না একদিন কালের অমোঘ নিয়মে হারিয়ে যাবে পঞ্চভূতে কিন্তু তাঁদের এই কর্ম তাদেরই নিকটের ভবিষ্যত অন্ধকারে নিক্ষেপিত হবে।

রাম নবমীর পুণ্যক্ষণে রাজা মন্ত্রী নেতারা রাজনীতি দূরে সরিয়ে রামের মতো নিজেদের গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোক। কিছু না হোক অন্তত একবার বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের 'রাম' গল্পটি জোরে জোরে পড়ুক। আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও যাতে সঠিক পথ দেখানো যায় সেজন্য প্রত্যেকটি স্কুলে বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে পাঠ্যে নিয়ে আসা বাধ্যতামূলক করা হোক। যে নেতা এই কাজটি করতে সক্ষম হবেন সেই হবেন দেশের রাজার মতো রাজা।

লেন্স বার্তা

মীন বাছাইয়ে ব্যস্ত পরিবার।

No Number No Helmet–আপন মনে চলেছে দুধওয়ালা।

হরেক মাল ২০ টাকা— পথ চলতি হকার।

'ভরসার হাত' : ব্যস্ত রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এক ভাঁড় বিক্রেতা। সাথে সাথে তৎপর হয় কলকাতা পুলিশ। নিউ আলিপুরে বৃহস্পতিবার সকালে।

জীবন ও জীবিকা। ছবি : অভিজিৎ কর

প্রখর বেলায় : চৈত্রের তপ্ত দুপুরে ফাঁকা নুঙ্গী রেল স্টেশনের গাছের নীচে কলকাতামুখী ট্রেনের আশায়। ছবি – অরুণ লোধ

মাঙ্গলিকী

সার্ধ–শতবর্ষে শ্রীঅরবিন্দ স্মরণ

মলয় সুর : শ্রীঅরবিন্দের সার্ধ–শতবর্ষের অনুষ্ঠান সারা বিশ্বে উদযাপিত হচ্ছে। পণ্ডিচেরি যাওয়ার আগে ১৯১০ সালে প্রায় দেড়মাস চন্দননগরের বিভিন্ন স্থানে তিনি নির্জনবাস করেছিলেন। সেই স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে শহরের অন্যতম প্রতিষ্ঠান চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান শ্রীরামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ–শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। রবিবার ৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান সূচনা করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী নেপাল রঞ্জন ঘোষ। প্রারম্ভিক বক্তৃতা দেন হায়দ্রাবাদ

'হিউম্যান স্টাডি ও পণ্ডিচেরি ডক্টর ভি আনন্দ রেড্ডি। তিনি বলেন, অত্যন্ত আমি আনন্দিত চন্দননগরে আসতে পেরে খুব খুশি। শ্রীঅরবিন্দের চার ধাম সূত্র রয়েছে। চন্দননগর, কলকাতা, পণ্ডিচেরি এবং গুজরাটের বরোদা। চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, শ্রীঅরবিন্দ একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং অন্যদিকে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনযাপন গ্রহণ করেন। অরবিন্দের জন্ম ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন। এই বিপ্লবী শহরে অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর পদধূলি পড়েছে মাখনলাল ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু। এই শহর থেকেই ১৯১০ সালে ৪ এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী যাত্রা করেন। কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভবনের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অরবিন্দের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এই উপলক্ষে একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ হয়। ওই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেলিব্রেশন কমিটির আহ্বায়ক সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সংগঠনের সম্পাদক সুশান্ত ঘোষসহ অন্যান্যরা সকল শ্রোতারা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন এক মনোরম সন্ধ্যা। এই প্রতিষ্ঠান সমাজ সেবা মূলক নানা কাজে অংশগ্রহণ এবং নানা কর্মযজ্ঞে নিজেদের সদস্যরা শামিল হয়েছেন।

নবরূপে অভিবন্দনার ছবি ও চৈত্রমেলা

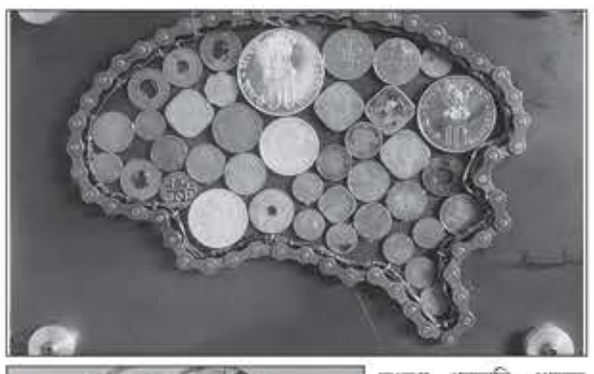

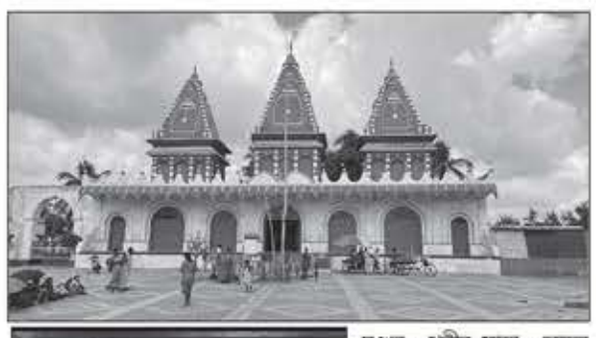

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভিবন্দনার প্রদর্শনী মানেই নতুন কিছু চমক। যে চমকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে এক অভিনবত্বের সন্ধান। সম্প্রতি চৈত্রের প্রারম্ভে দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর সংলগ্ন গ্যালারি গোল্ডে অভিবন্দনা আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী 'ছবি ও চৈত্রমেলা' শীর্ষক প্রদর্শনীতে সেই রকমই এক অভিনব চমকের সন্ধান পাওয়া যায়। একই ছাতার নিচে পেস্টিং মোবাইল ফটোগ্রাফি ভাস্কর্য এই সঙ্গে বাংলার কিছু বস্ত্র শিল্প, হস্ত শিল্প, গহনা, খাদ্যশিল্পের এক অপরূপ মেলবন্ধন সমৃদ্ধ প্রদর্শনী সেই চমকের এক অনন্য নিদর্শন। সাম্প্রতিক কালে এই শহরে এই রকম ভাবনা নিয়ে কোনও প্রদর্শনী হয়েছে বলে জানা নেই। কোভিড পরিস্থিতি সামলে এই রকম একটি অভিনব প্রদর্শনীর উপস্থাপনা করে অভিবন্দনা। সত্যিই এক নতুনদিগন্তের দ্বার উন্মোচন করলেন আগামীর জন্য। ২১ জন চিত্রশিল্পীর ৪২টি বিভিন্ন মাধ্যমের রং বেরং চিত্র এবং কাশ্যপ রেয়–মণ্ডল, প্রবীর সাহা, রোহন ঘোষ, সায়নীকা পাল, সুদেশ বাইত, উপশ্রী সরকার, সুজয় ভট্টাচার্য, স্বপ্নীল কুণ্ডুর চিত্র বিশেষভাবে নজর কাড়ে। আর মোবাইলেও যে অসাধারণ ছবি তোলা যায় তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল এই প্রদর্শনী। বিশেষভাবে শিবায়ন সিনহা, রিক গাঙ্গুলী, জয়ব্রত গোস্বামী, অভিষেক হেমব্রম, সঞ্জীব দাস, সঞ্জীব মুখার্জী, কাশ্যপ রেয়–এর তোলা মুঠো ফোনের তোলা ছবিগুলি সত্যিই অসাধারণ। মেয়েদের কপালে যে রঙিন টিপ শোভা পায়, সেই টিপের উপর মাটির কারুকার্য সমৃদ্ধ বর্ষা ভৌমিকের 'বিন্দিকথা' এবং অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে।

অভিবন্দনার ছত্রছায়ায় এই ধরণের প্রদর্শনী মাধ্যমে শিল্পীরা এবং বাংলা গৃহবধূরা আগামী দিনে নিজেদের পথ চলার ক্ষেত্রে আরো নবরূপে। বিকশিত করে তুলতে পাবার ইঙ্গিত বহন করে এই প্রদর্শনী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। এ দিনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয়ভাবে দিবসটি পালন করা হয়। ১৯৫০ সালের ৭ এপ্রিল থেকে বিশ্বজুড়ে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ মতো আজ এই দিনটাকে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য বিধান দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়েও সপ্তাহব্যাপী স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৭–১৩ তারিখ পালিত হবে বিদ্যালয় স্বাস্থ্যবিধান দিবস। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ও বিদ্যালয় স্বাস্থ্য বিধান দিবস উদযাপন বিভিন্ন দিনে

স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা, হাত ধোয়ার গুরুত্ব, স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা, হাত ধোয়ার গান, স্বাস্থ্য বিধির গান, ওজন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সচেতনতার র‍্যালি, শিশুদের স্বাস্থ্য ভালো রাখার উপায় ও শিশু বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সর্ব্বপরি ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও জন স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সচেতনতা।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

ছন্দে গড়া খুশীর ছড়া (সুজিত দেবনাথ–এর ছড়ার বই, ২য় সংস্করণ, ছায়া পাবলিকেশনে, কলকাতা–৭৩, মূল্য – ১২৫/–) বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ এটি। প্রথম মুদ্রণ হয়েছিল ১৪২০ সনে। দ্বিতীয় সংস্করণে কি কি সংযোজন বা পরিমার্জন হল সে বিষয়ে প্রকাশক কোনও তথ্য দেন নি। বর্তমান সংস্করণটিতে আশিটিরও অধিক ছড়ার সম্ভার। ছোটদের জন্য নির্মিত ছড়া–গ্রন্থের এতটা কলেবর সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। ছড়ার সাথে সাথে রয়েছে রেখায় টানা স্কেচ, যা ছোটদের আগ্রহ আরও বাড়াবে। নিছক মজার ছড়া ছাড়াও প্রকৃতি, নমস্য ব্যক্তিত্ব ও নানা ঋতুর বর্ণনাও এসেছে অনেক ছড়ায় যা লেখকের সমাজ–সচেতনতার পরিচয় তুলে ধরে। ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

কারা যে ফেলছে ছায়া (সুকুমার বিশ্বাসের কাব্য সংকলন, অন্যচোখ প্রকাশনী, ব্রহ্মপুর, কলকাতা – ৯৬, মূল্য – ১৫০ টাঃ) – কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ এটি। প্রায় আশি টি কবিতা রয়েছে এই সংকলনে। কবির কাব্য–ভাষা ব্যতিক্রমী, যা সোজাসুজি মনের আগল খুলে দেন। কবিতার উদ্দেশে নিঃশঙ্কোচে তিনি বলতে পারেন, কবিতা শুধু তোমাকে ভালবাসা যায়। কোথাও যেন কবি একদম একা, কোথায় যেন নিঃশব্দ এক দুপুর। কবি খুঁজে চলেছেন মনের মানুষ, তাই বলেছেন কোন পথে পাই আমার মনের মানুষ। রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে সাধারণ মানুষের অসহায়তা তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছে। নীতিহীনতার কালো ছায়া ঘিরে ফেলেছে আজকের সমাজকে। আশঙ্কিত কবি বললেন, কারা যেন ফেলেছে ছায়া। কার যেন নিঃশব্দ কান্না, থাকার জায়গাটুকু নেই, কোথায় কার বাড়ি – এমন বহু কবিতার ছত্রে ছত্রে কবি তাঁর মনের পাতা মেলে ধরেছেন। প্রচ্ছদ ও ছাপা যথাযথ, কিন্তু বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গিয়েছে, কবিতার রসভঙ্গ করতে যাদের জুড়ি নেই!

ভালোবাসা অমৃত (কানন পোড়ে–র প্রথম কবিতা সংকলন, আমতলা আদর্শপল্লী, মূল্য – উল্লেখ নেই) প্রায় তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে কানন লিখে চলেছেন কবিতা, প্রকাশিত হচ্ছে এ সময়ের বহু পত্র–পত্রিকায়। কিন্তু একক কবিতার বই প্রকাশিত হল ২০২০ সালে। প্রায় শতাধিক কবিতা জায়গা করে নিয়েছে বইটিতে। কাননের কবিতায় প্রকৃতি, প্রেম, সংসারের দৈনন্দিন যাপন–চিত্র বারে বারে ভেসে উঠেছে। গ্রাম–জীবন, ঋতু–বৈচিত্র সুনিপুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। তবে ছন্দ–বিন্যাসে পুরানো পদ্ধতির পরিচিত পথেই হেঁটেছেন কবি। মানুষের মঙ্গল প্রার্থনায় আন্তরিক। অনুপম ভালোবাসায় ভরা এই বিশ্ব ভুবনে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিশ্বকবিকে, ওঁর প্রকাশিত লেখার প্রথম সম্পাদককে। লেখা বিন্যাসে অক্ষরের আয়তনের সমতা রক্ষিত হয়নি। কোনটি বড় বড় অক্ষরে, কোন কোনটিতে ক্ষুদ্রায়তনের অক্ষরের ব্যবহার অপেশাদারীত্বের পরিচয় বহন করছে। মলাট ও ছাপা ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। নোনাজমি সোনা ফসল (কামাক্ষ্যার রঞ্জন দাসের তৃতীয় গ্রন্থ, মূল্য – ১০০/–) কলকাতা বইমেলা ২০২২তে সদ্য প্রকাশিত হয়েছে বইটি। প্রায় ৭০ টি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। কবিতাগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত। কোনও নির্দিষ্ট ধারায় নয়, কবি নিজস্ব ভঙ্গীমায় ছবি এঁকেছেন একের পর এক। বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, সারদা মা–কে বন্দনা করেছেন, কুর্নিশ জানিয়েছেন বাংলা ভাষাকে। কিন্তু কিছু কিছু কবিতা যেন ব্যক্তিগত পরিসরে রচিত (বিধাতা বিনীতা বিদিশা, পূর্ণ ইন্দু দ্যুতি, কবি মনীষা, শিল্পী শামিমা পারভীন রত্না ইত্যাদি)। নারীর অমর্যাদা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় কবিকে বিচলিত করে। সামগ্রিক বিচারে সংকলনটি বেশ অপরিকল্পিত ও আগোছালো। আরও নিবিড় সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। ছাপা যথাযথ। প্রচ্ছদ চিত্রে কিন্তু গ্রন্থে সংকলিত কবিতার বার্তার সঙ্গে সাযুজ্য দেখা গেল না।

নির্বাচিত গল্প সংকলন (গৌর দাসের গল্প–গ্রন্থ, অন্যচোখ প্রকাশনী, কলকাতা –৯৬, মূল্য – ১৬০/–) তেরটি গল্প নিয়ে লেখকের এটি ষষ্ঠ গ্রন্থ। বিদ্ধৃত গল্পগুলি সাধারণ মানুষের কথাই তুলো ধরেছে। জীবনের পথে পিছিয়ে পড়া মানুষ, সংসার–সীমান্তে একাকী নারী কিংবা পুরুষের উপলব্ধি, অব্যক্ত বেদনার কথা লেখক তুলে ধরেছেন। পরিবেশ–রক্ষা তথা গাছ–সংরক্ষণের কথাও ফুটে উঠেছে বইটির প্রথম গল্পে। সাম্প্রতিক সময়ের কোভিড–লকডাউন ইত্যাদির কারণে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার কথাও তাঁর দরদী কলমে উঠে এসেছে (তাহাদের কথা)। ধর্মের নামে আজও আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে পরিমাণ কুসংস্কার বাসা বেঁধে রয়েছে তারও এক প্রতিরূপ তুলে ধরেছেন (সীমানা ছাড়িয়ে)। সম্প্রীতির কথাও বলেছেন (আত্মীয়)। মানুষের নীতিবোধের অবক্ষয় লেখককে অধিক বিচলিত করে, বেশীরভাগ গল্পেই তাই তিনি পাঠকদের বিবেকের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। সামগ্রিকভাবে একটি সাধু প্রয়াস। তবে কয়েকটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করতেই হয়। প্রথমতঃ প্রচুর বানান–ভুল বইটি পাঠের মজা মাটি করে দেয়। সব ভুল ছাপাখানার ওপর চাপানো চলে কি। বিশেষতঃ র–কার ও ড়–কারের বিভ্রাট। আল্লার দেওয়া নয় সম্ভবতঃ দোয়া হবে। ইংরাজী শব্দ কনভিন্স্ লিখতে গিয়ে কনভেন লেখা। অধিকাংশ লেখার মধ্যে লেখক নিজের উপলব্ধি কয়েক লাইন গুঁজে দিয়েছেন, সেটা কি পাঠকের স্বাভাবিক বিবেচনার খামতি অনুমান করে! গল্পের বুননেও কোথাও কোথাও ঢিলা রয়ে গিয়েছে। প্রৌঢ় গৃহকর্তা বাড়ি থেকে নিখোঁজ। ছমাস পরে যোগাযোগের সূত্র আসে অথচ ইতিমধ্যে তাঁর পরিবার পুলিশে নিরুদ্দেশ ডায়েরি করেছে কিনা লেখক কিছুই জানাননি (অগ্নিশুদ্ধি! গল্পের প্রধান চরিত্র রাইমোহনকে লেখক কখনো রায়মোহন কখনো রাধুমোহন বলে উল্লেখ করেছেন (আর এক উত্তীয়)। প্রেসে পাঠানোর আগে গল্পের পাণ্ডুলিপি গুলিকে পরিমার্জনা করে নিলে হয়তো এ–জাতীয় বিড়ম্বনা এড়ানো যেত।

মিত্রাঙ্গন নাট্যোৎসব ২০২২

নাটক

কৃষ্ণচন্দ্র দে : খড়দহ আহিরি নাট্য সংস্থার আয়োজনে শিশির মঞ্চে মিত্রাঙ্গন নাট্যোৎসবে সেমিনার ও দুটি নাট্য সন্ধ্যা। সেমিনারের বিষয়– সময়ের থিয়েটার। উপস্থিত ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়।

রঞ্জনদা তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন– এখন সকলকে একসাথে নব জীবনের গান গাইতে হবে। অতিমারিতে আর্থিক সঙ্কটে পড়েছিল বাংলা থিয়েটার। বিশেষ করে ব্যাকস্টেজ কর্মীরা আর্থিকভাবে ভীষণ দুর্বিপাকে পড়েছিল। খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। অনেকে তো আবার পেশা ছেড়ে দিয়ে অদক্ষ হাতে আলুপটল, মাছ বিক্রি বা খাবার ফেরিতে জুটে গিয়েছিল রোজগারের আশায়। সরকারী হিসেবে প্রায় ১৮ কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছিল। সামাজিক দূরত্ব রাখতে গিয়ে আমরা পরস্পরকে সন্দেহ করেছি। অতিমারী আগেও এসেছে। ১৫৯২–১৫৯৩–১৫৯৪ নাটক বন্ধ ছিল প্লেগ মহামারীতে। প্লেগ মহামারীতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল উইলিয়ম সেক্সপীয়রের পরিবার। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মারা গিয়েছিল, কিন্তু তিনি হতাশ হয়ে যান নি। ওই সময়ে তিনি হ্যামলেট, ওথেলো, অ্যাজ ইউ লাইক হট এই কালজয়ী নাটক প্রহসনগুলো লিখেছিলেন। অতিমারি আমাদের অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ এদের আমরা হারিয়েছি। কিন্তু অতিমারি আমাদের অনেক কিছু ফিরিয়েও দিয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই অতিমারিতে আদানি আয় করেছে ঘন্টায় ১০০ কোটি টাকা, মুকেশ আম্বানী ঘন্টায় ৯০ কোটি টাকা আয় করেছে। প্রমিথিউস বন্ড সোফোক্লিসের আন্তিগোনে, রথের রশি ইবসেনের এনিমি অফ দ্য পিপল, ডলস হাউস সময়ের কণ্ঠ সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। দেবতা জিউস প্রমিথিউসকে শিকল দিয়ে মরু প্রান্তরে বন্দি করেছিল কারণ সে মর্তবাসীকে আগুনের ব্যবহার শিখিয়েছিল। মানুষ আগুনের ব্যবহার না জানলে সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারবে না। তাই সে শাস্তি পাবে জেনেও মানব সমাজকে

আগুনের ব্যবহার জানতে তৎপর হয়। অন্ধকার থেকে আলোর উত্তরণ ঘটাতে সেদিন সভ্যতার জগতে একটা বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। প্রমিথিউস সময়ের আহ্বানে জ্ঞানের আলোয় সঞ্জীবিত করেছিল মানব সমাজকে। আস্তিগোনে সময়ের কণ্ঠ। অত্যাচারী রাজা ক্রেয়নের আদেশকে উপেক্ষা করে সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ভাইয়ের শবদেহ সমাধিস্থ করেছিল। কবিগুরুর রথের রশি ও কালের কণ্ঠ। সেখানে কবি গুরুত্ব দিয়েছেন সময়ের আহ্বানকে। ডলস হাউস, এনিমি অফ দ্য পিপল ও সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র প্রশাসনিক অচলায়তনকে ভেঙেই লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন বিজ্ঞান মনস্ক ডাক্তার। ডলস হাউস–এ নোরা মানুষকে উদ্দীপনায় ভরিয়ে দিল। ১৮৭২–এ নীলদর্পণ গোটা কৃষক সমাজকেই বিদ্রোহে সামিল করেছিল। ব্রিটিশ শাসকের ভিতটাই নাড়িয়ে দিয়েছিল। যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে নবচেতনার ফুল ফুটে ওঠে। অন্ধকার থেকে আলোর জগতে এগিয়ে যাওয়াই থিয়েটার। আমাদের সেই থিয়েটার করতে হবে।

জ্যাঁ পল ব্যুরো বলেছিলেন মৃত্যুকে জয় করার জন্যই নাটক করতে হবে। আমাদের একসাথে শিকল ভাঙার গান গাইতে হবে। 'উই শ্যাল ওভার কাম'। মহাকবি কালিদাস রাজতন্ত্রের অনুদান গ্রহণ করেও রাজতন্ত্রকে রেয়াত করেন নি। নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন আমাদের দেখতে হবেই। এরপর দুটি নাটক অভিনীত হয়। প্রথমটি পানিহাটি অভিযাত্রী দলের 'তাহার নামটি রঞ্জনা।' কাহিনী বিধায়ক ভট্টাচার্য। নির্দেশনায় শান্তনু নাথ। রেডিও নাটকের দৌলতে কাহিনীটা প্রায় সকলের জানা। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত এক আসামীর সাথে দেখা করতে আসে রঞ্জনা। সম্পর্কে সে নাকি তার ছোট বোন। জেলা সুপারকে সর্বতোভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে সে আসে তার দাদার সাথে দেখা করতে ঠিক তার ফাঁসীর দিন। তারপর উভয়ের কথোপকথনে উঠে আসে প্রকৃত তথ্য যা সে কোনদিন কাউকে বলেনি। জমে ওঠে নাটকের ক্লাইম্যাক্স। দর্শকবৃন্দ জানতে পারে সেই তার মিঠুদা ওরফে অম্বুজাক্ষ কিন্তু রঞ্জনা বুঝতে পারলো কী? রঞ্জনার ভূমিকায় সঙ্গীতা সেন, জেল আধিকারিকের চরিত্রে অমলেন্দু ঘোষ। পুরোহিতের চরিত্রে অসীম ব্যানার্জী বেশ ভালো সহযোগ দিয়েছেন। আর যার কথা না বললেই নয়, মিঠুদা ওরফে অম্বুজাক্ষের ভূমিকায় তরুণ তুর্কি শান্তনু নাথ অসাধারণ চরিত্রায়ণ করে দেখালো। নির্দেশক শান্তনু যেন নিজেকে ছাপিয়ে গিয়ে দর্শকের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত করে দিলেন। দ্বিতীয় নাটক 'চাঁদির হাট' মূল কাহিনী শিব শর্মা। রূপান্তর ও নির্দেশনা– অমিত চক্রবর্তী। মিত্রাঙ্গন নাট্যোৎসবে খড়দহ আহিরি আয়োজিত নিজস্ব প্রযোজনা। মাল্টি মিডিয়া এবং বহুজাতিক করপোরেট কোম্পানিগুলির আগ্রাসনকে কেন্দ্র করে রচিত নাটক। মিডিয়ার দৌরাত্ম্য যে কী ভীষণ মর্মান্তিক আকারে পর্যবসিত হতে পারে তার জলন্ত নিদর্শন এই নাটক। দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছেলে স্বপন দারিদ্রকে উপেক্ষা করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় হওয়ায় তাকে কেন্দ্র করে মিডিয়া কুল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির চাল চরিত্র যে কী নিষ্ঠুর হতে পারে তার নিদর্শন পাওয়া গেল। সময়ের প্রেক্ষিতে একেবারে প্রাসঙ্গিক। অভিনয়ে চন্দন চক্রবর্তী, সুদীপ্তা সাউ, উদিতী গোস্বামী, রাজ দে ভাল কাজের নমুনা রাখলেন। বিশ্বজিৎ পরামানিক এবং সুব্রত ভট্টাচার্য একটু ওভার অ্যাকটিং করেছেন। কমেডি মোটেই ভাড়ামো নয়। অঙ্কিতা ও পূর্ণশ্রী চেষ্টা করেছেন। আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম।

মানিকতলা দলছুটের মরণ কূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'মরণকূপ' আমরা দেখলাম ২৯ মার্চ মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে। এটা মিঠুর একক অভিনয়। নাটকটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। খেলার ছলে একটি ছোট্ট বালক গভীর অব্যবহৃত কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়। ঘটনা প্রকাশ হতেই তাকে নিয়ে শুরু হয় টানাপোড়েন ও উদ্ধার পর্ব। দমকল সহ অন্যান্য এক্সপার্টরা এসে উপস্থিত হয়। তারপর চলে রোমহর্ষক উদ্ধার কার্য। দূরদর্শনের দৌলতে প্রায় হাড় হিম করা শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। আমরা সকলে বোকা বাক্সের পর্দায় দেখতে পেয়েছি। এবং সকলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সৌমেন পাল ঘটনাটিকে একটা নিছক বাস্তব উদ্ধারপর্বে সীমিত রাখতে চান নি। তিনি তার মধ্যে নারী অর্থাৎ মায়ের হাহাকার, বিভিন্ন মিডিয়ার উৎপীড়ন টানাপোড়েন সহ আরও একটু বাস্তবতার দিকে আলোকপাত করতে চেয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমের প্রচার পর্ব চালাতে বা সংবাদ ব্যবসার খাতিরে মানুষকে যে কত নির্মম হতে হয় তা তো আমরা নিত্যদিনের সাক্ষী। সদ্য স্বামী হারা স্ত্রীকে নানা প্রশ্নের ধাক্কায় কিভাবে জিজ্ঞাসাবাদে জেরবার করা হয় তা তো এতদিনে সবাই জানেন। মাঝে

মাঝে এদের বড়ো নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। নাটকে আমরা দেখতে পেলাম মিডিয়াকুলকে এড়িয়ে মা একেবারে ঘরবন্দি। হাহাকার করছেন সন্তানকে ফিরে পাবেন কিনা তা নিশ্চিত করে বুঝতেও পারছেন না, শত ধাক্কা ধাক্কিতেও দরজা খুলছে না মা, কারণ ওদের ব্যবসার রসদ যোগাতে মা বাধ্য নন। তাই বন্ধ ঘরে বসে সন্তানকে কীভাবে কষ্টের মধ্যে দিয়ে বড় করে তুলছেন একাকি মা সেই সমস্ত দৃশ্যপট মায়ের আবেগ স্নেহ মমতা সব কিছু দর্শকবৃন্দ প্রত্যক্ষ করছেন এবং তা নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন শিল্পী। এমনিতেই নাটকটি মর্মস্পর্শী, তার মধ্যে মাটিতে নিজের মুখ চেপে ধরে সন্তানের মধ্যে যোগাযোগের চেষ্টা, একটু কথা বলার চেষ্টা, সন্তানকে একটু অভয় দেওয়া একটা করুন দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে সমায়ের যে কী অবস্থা হয় সেটা মিঠু তার অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজের মতন করে প্রকাশ করেছে।

এর আগে আমি মিঠুর কোনও একক অভিনয় দেখিনি। তবে মিঠু ওর আলোর পথযাত্রী'তে ওর নিজস্ব ক্যারিশমা দেখিয়েছে। ওর এই ঐকান্তিক চেষ্টা ও নিষ্ঠার জন্য নাট্যকর্মী হিসাবে ওকে আমি সবসময়ই উৎসাহ দিয়ে থাকি। মিঠু এগিয়ে চলুক নাট্য জগতে ওর স্থান আরও দৃঢ় হোক। পরবর্তী আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম। আলোর কাজ কেরামতি প্রশংসাজনক। আবহ অনেক বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছে। নির্দেশক কিশলয় বাবুকে বলবো আপনি আরও একটু বিশদে ভাবুন। প্লটটা বেশ ভালো।

বিচারে সেরা ভারতী সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের অধীনস্ত নেহেরু যুব কেন্দ্র বারুইপুরের বিচারে সেরা সংগঠন হিসাবে পুরস্কৃত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানা এলাকার ভারতী সংঘ। গত ২৭ মার্চ একটি অনুষ্ঠানে ভারতী সংঘকে পুরস্কার প্রদান করেন যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর। সমাজে একটি ক্লাব সংগঠনের অনেক ভূমিকা থাকে। ভারতী সংঘ দীর্ঘদিন ধরে নানা সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। ফুটবল প্রশিক্ষণ,

টুর্নামেন্ট সহ করোনা কালে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারতী সংঘ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র। ভারতী সংঘের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মন্দিরের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ মার্চ দক্ষিণ শহরতলির বাওয়ালী সত্যপীর তলার সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা স্কুল সংলগ্ন মাঠে বাবা বিশ্বেশ্বর মন্দিরের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উদযাপিত হল। সকালে ভক্তবৃন্দ রায়পুর হুগলি নদী থেকে পবিত্র গঙ্গা জল এনে শিবকে স্নান করান। তারপর পূজা–অর্চনা শুরু হয়। দুপুর থেকে ছিল নরনারায়ণ

সেবা। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, সমিতির সদস্যা অর্চনা বাগ, স্বপন রায় সহ একাধিক জনপ্রতিনিধিরা। বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন খোকন বাউল ও বাবলী ব্যানার্জী। পরিচালনায় ছিল শিব মন্দির কমিটি ও গ্রামবাসীবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন করুণাশীষ চক্রবর্তী ও তরুণ ঘোষ।

আইপিএল জমজমাট

ফর্মে কেকেআর

অরিঞ্জয় মিত্র

গতবার কোভিডের জন্য আরব মুলুকে নিয়ে যেতে হয়েছিল আইপিএলকে। এবার যথারীতি দেশে ফিরেছে এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম জনপ্রিয়তম প্রতিযোগিতাটি। শুধু তাই নয় শুরুটাও হয়েছে বেশ জমাটি। যদিও এবারের আইপিএল কিন্তু অনেকঅর্থেই ছক উল্টানোর আইপিএল হয়ে উঠেছে। আইপিএলের দুই আধিপত্যকারী টিম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও চেন্নাই সুপার কিংয়ের টানা তিন ম্যাচ পরাজয়ের মধ্যেই রোপিত রয়েছে এই অঘটনের গল্প। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা মুম্বইয়ের ক্যাপ্টেন। অন্যদিকে, সহঅধিনায়ক যশপ্রীত বুমরাহ বোলিং আক্রমণের স্তম্ভ। অথচ সেই টিম কীনা টানা হেরে চলেছে। একটা নয় দুটো নয়। লাগাতার ৩ ম্যাচে পরাজয়। অথচ টুর্নামেন্ট শুরু আগে নাটকীয়ভাবে মহেন্দ্র সিং ধোনি যেভাবে তাঁর অধিনায়কত্বের মুকুট রবীন্দ্র জাদেজার মাথায় তুলে দিয়েছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল সিএসকে এবারেও ধমাকা দেখাবে। কিন্তু কোথায় কী? নয়া অধিনায়ক কিছুতেই টেনে ধরতে পারছেন না চেন্নাইকে। এভাবে চলতে থাকলে সিএসকের পক্ষে বড় কিছু করা সম্ভব নাও হতে পারে। তখন আবার হয়তো অনেকে বলে বসবেন অধিনায়কত্বের বোঝা সামলাতে ব্যর্থ রবীন্দ্র জাদেজা। কিংবা জাড্ডুজি অপয়া। এসব তকমা এঁটে জাদেজাকে সাময়িক ছোট করে কেউ কেউ হয়তো তৃপ্তির ঢেউ তুলবেন। কিন্তু কেন চেন্নাই এবার শুরুটা ঠিকঠাক করল না, কিংবা আগামীতে তারা বুস্ট-আপ হতে পারবে কিনা সেই দাওয়াই কেউই বাতলাবেন না।

ম্যারাথন পর্ব চলাকালীন আইপিএল যেভাবে নাটকীয় ও উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে উঠছে তা অনস্বীকার্য। শচীন রমেশ তেন্ডুলকরের কথা থেকে স্পষ্ট কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে আইপিএল। মাস্টার ব্লাস্টার বলেছেন, তাঁর চোখে আইপিএল নিঃসন্দেহে সবথেকে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে, তিনি বলেছেন, আইপিএল জুড়ে বেশ কয়েকটি ম্যাচের ফয়সালা যেভাবে শেষ ওভার পর্যন্ত গড়িয়েছে তার কথা। শুধু এমনি ম্যাচই নয়। বছর দুয়েক আগের মুম্বই বনাম চেন্নাইয়ের ফাইনালটি পর্যন্ত গড়ায় শেষ বলের মীমাংসায়।

কম রানের চেজ যে আইপিএল ফাইনালে হবে তা বোঝাই যায় নি। যেখানে ভুরি ভুরি রান উঠেছে অন্যান্য ম্যাচে সেখানে ফাইনালটাই কেমন যেন ফিকে হয়ে যায়। ব্যাটসম্যানদের চেয়েও বোলারদের কর্তৃত্ব করতে দেখা গেল এখানে। বিশ্বকাপের ঠিক আগে এটা বোলারদের জন্য আলাদা মঞ্চ তৈরি করল। তাছাড়া ইংল্যান্ডের মাটিতে সুইং বোলার থেকে শুরু করে সব ধরনের বোলারদেরই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ থেকে যাচ্ছে। ক্রিকেট যে শুধু ব্যাটসম্যানদের ছড়ি ঘোরাবার জায়গা নয়, বোলারদেরও এখানে যথেষ্ট ভূমিকা আছে সেটারই পটভূমি গড়ে দিচ্ছে এই আইপিএল।

ধারাবাহিকতার দিক থেকে সেরা দুটি দলই ফাইনালে পৌঁছেছিল। ৩ বার করে দুটি দলই আইপিএল জিতেছে। ২ বার আইপিএল জেতা দল কেকেআর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারলেও সেমিফাইনালেই পৌঁছাতে পারেনি তারা। সেই মোক্ষম লড়াইয়ে মুম্বই জিতলেও তা ছিল ফোটো ফিনিশের। তাও যেহেতু এখানে রানার্সের কোনও দাম নেই, তাই ড্যাং ড্যাং করে ট্রফি ঘরে নিয়ে যায় মুম্বই। একইসঙ্গে মুম্বইয়ের এই আইপিএল জয় রোহিত শর্মার অধিনায়কত্বকে আরও বড় আকার দিল। এখনও পর্যন্ত বিরাট কোহলি তার দল বেঙ্গালুরু রয়াল চ্যালেঞ্জার্সকে জয়ের রাস্তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন উপর্যুপরি।

গৌতম গম্ভীর কলকাতাকে দুবার চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। আশা করা হয়েছিল নতুন অধিনায়ক দীনেশ কার্তিক সেই ধারা বজায় রাখতে পারবেন। কিন্তু না, ২ বছরেও দীনেশ বড় কিছু করতে পারেন নি না। কার্তিক তাঁর পূর্বসূরীর ধারেকাছেও যেতে পারেন নি। ডাহা ফেল করেছেন তিনি। সেদিক থেকে নয়া অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার কেকেআর-এর জন্য লাকি চ্যাম্প হয়ে উঠতেই পারেন। হতেই পারে শ্রেয়স গৌতম গরিমা ফিরিয়ে আনলেন নাইটদের অঙ্গনে।

সোশ্যাল সাইটে একটা লেখা খুব চোখে পড়েছিল। নিশ্চিতভাবে কেকেআরের কট্টর সমর্থকদের পোস্ট। তাঁরা প্রবল আক্ষেপের সুরে লিখেছিলেন, দীনেশ কার্তিক কেকেআর কে আপনি জেতাতে পারলেন না। তাও মেনে নিচ্ছি। কারণ সামনে বিশ্বকাপ। সেখানে আপনার সেরাটা দিন। তাহলেই চলবে। বোঝাই যাচ্ছে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে কেকেআর সমর্থকরা তাঁদের কষ্ট ভুলতে চাইছেন। যদিও বুকের ওপর বড় পাথর রেখেই তবেই তাঁরা একথা বলেছিলেন।

মানসিকতার তফাৎ যে কতটা ফারাক গড়ে দেয় তার হাতের সামনের উদাহরণ হল দিল্লি ক্যাপিটালস। আইপিএলের জন্মলগ্ন থেকে যে দিল্লি বারংবার ব্যর্থতার স্বাদ পেয়ে এসেছে সেই দল রকি পন্টিং আর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের যুগপৎ ছোঁয়ায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। যদিও সেই দিল্লি ক্যাপিটালস ফাইনালে ওঠার সুযোগ হারাল চেন্নাইয়ের কাছে হেরে গিয়ে।

বিরাট কোহলি দেশের অধিনায়ক হিসাবে কি একদিনের ম্যাচ, টি-২০ বা টেস্ট সবেতেই সাফল্য পেয়েছেন তিনি। রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান হয়ে উঠেছেন বিরাট। কিছুদিনের মধ্যে শচীনের রেকর্ড ভেঙে দেওয়ারও অবস্থা তৈরি করেছেন। অথচ সেই কোহলিই কিনা আইপিএলে কিছুতেই নিজের দলকে মেলে ধরতে পারেন না। ক্রিস গেইল, ডি-ভিলিয়ার্সদের নিয়েও পারেন নি, এখনও পারছেন না।

আরও একটি মস্তিষ্কের কথা এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলতে হবে। তিনি হলেন চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং। মাহির নেতৃত্বে ধারাবাহিকতায় চেন্নাই আর মুম্বই অদ্বিতীয়। কেকেআরের ব্যাটিংও নির্ভরতা জোগাচ্ছিল কলকাতা সমর্থকদের। এর সঙ্গে আবার রাসেল ধমাকা চমকাতে শুরু করেছিল পুরো ক্রিকেট বিশ্বকে। সঙ্গে অতিঅবশ্যই যোগ করতে হবে প্যাট কামিন্সের নাম। বস্তুত, এই অজি তারকা যেভাবে অতিমানবীয় ইনিংস খেলছেন তাতে এবারের আইপিএল কেকেআর-এর পক্ষে প্রচুর রসদ পাওয়া যাচ্ছে। শ্রেয়স আয়ার যদি আরেকটা গৌতম গম্ভীর হয়ে উঠতে পারেন সেদিকেই তাকিয়ে নাইট ব্রিগেড।

কোরিয়ান ওপেনে দুরন্ত সিন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুরন্ত ফর্মে পিভি সিন্ধু। ব্যাডমিন্টনে ভারতের নাম রোশন করার দায়িত্ব যেন নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন তিনি। মাঝে কিছুদিন চোটআঘাত-এর কারণে কিছুদিন বসে থাকতে হয়েছিল। সেই অবসর আরও চাঙ্গা করে দিয়েছে সিন্ধুকে। গোপীচাঁদের এই প্রাক্তন ছাত্রী অতি সম্প্রতি সুইস ওপেন জিতেছেন। সেই জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে ফের জয় পেলেন সিন্ধু। শুধু জেতাই নয়।

বিশ্বের ২৬ নম্বর জাপানি তারকাকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে কোরিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন তিনি। ভারতে এই মুহূর্তে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, টেনিস, ব্যাডমিন্টন সহ যে কটি খেলা অনুষ্ঠিত হয় তারমধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম আইকন হলেন পিভি সিন্ধু। ক্রিকেটের রোহিত, বিরাটদের সঙ্গে সমানতালে উচ্চারিত হয় এই ব্যাডমিন্টন তারকার নাম। যথারীতি বিজ্ঞাপন জগতেও তাঁর আনাগোনা কারও চেয়ে কম নয়। দেশকে মাইলেজ দেওয়ার পাশাপাশি এই মুহূর্তে সিন্ধু পাখির চোখ করেছেন আগামীর দিকে। বিশ্বের অন্যতম সেরা তারকা তিনি। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নিজের অতীত কীর্তিকে ছাপিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য তাঁর। একটা সময় প্রকাশ পাড়ুকনের মাধ্যমে ভারতের ব্যাডমিন্টন বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছিল। এখন পিভি সিন্ধু সেই জুতোয় পা গলিয়েছেন। দ্রুত উঠে আসছেন লক্ষ্য সেনের মতো তারকারা। কোরিয়ান ওপেনে অবশ্য লক্ষ্য সেন ব্যর্থ হয়েছেন। যদিও সেই হতাশা ঝেরে ফেলে সিন্ধুর সঙ্গে কাঁধ মেলাতে উদগ্রীব লক্ষ্য।

প্রসঙ্গত, ভারতে ক্রিকেট নিয়ে যে পরিমাণ মাতামাতি সেটা একটাসময় পর্যন্ত ছুঁতে পারত না ব্যাডমিন্টনের মতো গেমস। হকি নিয়ে ভারতের যে গরিমা ছিল তাও বহুদিন অস্তাচলে। আর ফুটবল তো ভারতের মাটিতে সেই টেম্পো থেকে বঞ্চিত। যদিও আইএসএল এসে ফুটবলের আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটিয়ে কিছুটা হলেও এর প্রসার ঘটিয়েছে। দাবার মতো ইন্ডোর গেমসে ভারতের প্রভাব দেখা গিয়েছে। সেদিক থেকে পিভি সিন্ধু হলেন বিন্দুতে সিন্ধুর মতো। যে একার হাতে ব্যাডমিন্টনের চাকা ঘোরানোর কাজ করছেন। যার ফলে ভারতে এই খেলাটি যথেষ্ট প্রসার পেয়েছে।

ক্রিকেট না বেসবল, নয়া শটে বিস্মিত দুনিয়া

অরিন্দম লাহিড়ি: বিশ্ব ক্রিকেটে যখন রীতিমতো ঝড় তুলেছিলেন শ্রীলঙ্কার সনৎ জয়সূর্য তখন একটা গুজব বাজারে ছড়িয়ে গিয়েছিল যে এই ডাকাবুকো ব্যাটসম্যান অনেকটাই বড় মাপের ব্যাট নিয়ে বোলারদের শাসন করছেন। পরে অবশ্য জানা যায় এই অভিযোগ ঠিক নয়। যদিও ক্রিকেটের আঙ্গিকে এমন অনেকের বিরুদ্ধেই চওড়া ব্যাট নিয়ে মাঠে নামার অভিযোগ উঠেছে। যা সবক্ষেত্রেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এবং অনেক তারকাও নাকি এই ধরণের বড় মাপের ব্যাটে খেলে বড় রানের ভিত গড়েছেন। ক্রিকেটে ব্যাটের এই অসাম্য দূর করতে একবার সক্রিয় উদ্যোগও নিতে দেখা যায় ক্রিকেট দুনিয়ার অভিজাত সংস্থা এমসিসিকে।

এমসিসি সদস্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিসিসিআইয়ের তৎকালীন সভাপতি এবং অন্যদের উপস্থিতিতে ব্যাটের উপযুক্ত মাপ বেঁধে দেওয়ার জন্য ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি'র কাছে প্রস্তাব পাঠানোর হবে বলেও জানা গিয়েছিল। এর ফলে এক শ্রেণির ক্রিকেটার যেভাবে রোবটের মতো ভুরি ভুরি রান তুলছে তা নিশ্চিতভাবে বন্ধ করা যাবে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। সভায় ঠিক হয়েছিল ব্যাটের ঘনত্বের সীমা ৬৫ মিলিমিটার ও ব্যাটের এজ-এর ঘনত্ব ৪৫ মিলিমিটারে বেঁধে দেওয়ার আর্জি জানানো হচ্ছে আইসিসি'র কাছে। আগে এমসিসি'র বহু সুপারিশ মেনে ক্রিকেটের অনেক নিয়মে পরিবর্তন এসেছে। যদিও আইসিসি তা মেনে নেবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এছাড়াও এই বৈঠকে টেস্ট ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করে তুলতে চারদিনের টেস্ট করার জন্য আইসিসি'র কাছে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ব্যাট-এর পরিমাপ বেঁধে দেওয়ার এই খবর সেসময় নিশ্চিতভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যদিও পরে জানা যায় এই ব্যাপারে আলোচনা আর এগোয় নি। কথা হল ক্রিকেটে কেন এই ধরনের পক্ষপাতের অভিযোগ উঠছে। জয়সূর্যদের সময় না হয় কোনও আইপিএলের রমরমা ছিল না। তাও প্রশ্ন উঠেছিল। যা বেশ বিতর্ক জাগিয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যখন বিশ্ব ক্রিকেটে আইপিএল বা টি-২০ ক্রিকেটের রমরমা তখন মনে হয় সত্যিই তো একেকজন ব্যাটার যেভাবে অতিমানবিক ব্যাটিং করছেন তা কীভাবে সম্ভব! এই তো কদিন আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে প্যাট কামিন্স যে ব্যাটিংটা করলেন তাকে কোনওভাবেই কী মানবীয় বলা যায়। মনে হচ্ছিল কোন ভিনগ্রহের প্রাণী এসে ব্যাটিং করছে। ৪০০ শতাংশ স্ট্রাইক রেট ছিল এই অজি তারকার। যেন প্রতি বলে একটা করে বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন তিনি। অবশ্য শেষ ৬ বলে ৩৫ রান তুলে ওই সময়ের জন্য স্ট্রাইক রেট ৬০০ শতাংশে নিয়ে গিয়েছিলেন কামিন্স।

এর আগে সনৎ জয়সূর্য ছাড়াও নিউজিল্যান্ডের তারকা ব্যাটার মার্ক গ্রেটব্যাচের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ উঠেছিল। যেন মার্ক বড় ব্যাটের সুবিধা নিচ্ছেন। পরে দেখা গিয়েছে মোটেই তা নয়। অসম্ভব শক্তি, টাইমিং ও টেম্পারমেন্টকে কাজে লাগিয়ে মার্ক গ্রেট ব্যাচের মতো ব্যাটসম্যানরা বোলিংকে শাসন করে এসেছেন। ভারতের কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত ছিলেন অনেকটা এই ধরনের। বস্তুত, শ্রীকান্তের হার্ড হিটিং ছিল তৎকালীন ক্রিকেটের সেরা বিনোদন। তারওপর শ্রীকান্ত শাসন করেছিলেন গার্নার, রবার্টস, হোল্ডিং, মার্শালদের মতো শক্তিশালী বোলারদের। আপশোস করে অনেককে বলতে শোনা যায় ক্রিস শ্রীকান্ত যদি এই আইপিএল জমানায় খেলতেন তবে স্ট্রাইক রেট অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে যেত। কোনওভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না এই মতকে।

আজকের আইপিএল ক্রিকেটকে যেন বেসবলে পরিণত করেছে। এমন ধরনের শট নিতে দেখা যাচ্ছে এই জমানার তারকাদের যেন হি-ম্যান, স্পাইডার ম্যান, সুপার ম্যানরা সব ভর করেছে তাদের ওপর। এমন ধরনের শট নিচ্ছেন ব্যাটসম্যানরা যা ক্রিকেটের ব্যাকরণে কস্মিনকালে লেখা হয় নি। বস্তুত, উইকেটের সামনে ,পিছনে , চতুর্দিকে যেভাবে এই ব্যাটসম্যানরা শট হাঁকাচ্ছেন যা কয়েক বছর আগেও কল্পনাতীত ছিল। মহেন্দ্র সিং ধোনির হেলিকপ্টার শট নিয়ে এতদিন খুব আলোচনা হত। এখন দেখা যাচ্ছে তারচেয়ে হাজারো অভিনবত্বের মিশেল। এই ধরনের শট ক্রিকেটকে যেন বেসবলীয় ক্রিকেটাকার দিচ্ছে।

ক্যারাটেতে স্বর্ণপদক পুলিশকর্মীর

অভীক মিত্র ঃ আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক পেলেন বীরভূম জেলার এক পুলিশকর্মী। হুগলি জেলার তারকেশ্বরের বাসিন্দা কৌশভ সান্যাল বর্তমানে চাকরিসূত্রে বীরভূমের বাসিন্দা। গত ১ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিল নেপালের পোখরায় আয়োজিত ইন্দো-নেপাল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মঞ্চে যোগ দিতে বীরভূম থেকে রওনা দেন। তবে তিনি একা নন, তাঁর সাথে তাঁর তিন ছাত্রী পারমিতা দত্তরায়,প্রিয়াঙ্কা মুর্মূ এবং হুগলি জেলার বাসিন্দা জাহ্নবী বিশ্বাস এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা পারমিতা দত্তরায় ৫৫ - ৬০ কেজি বডিওয়েটে খেলে সোনা জিতে নেন। নেপালের তিন প্রতিযোগীকে হারিয়ে কাতা ও কুমিতে দুই ইভেন্টেই স্বর্ণপদক জিতে নেন তিনি। ষাট থেকে পঁয়ষট্টি গ্রুপে কাতা ও কুমিতে ইভেন্টে সিলভার পদক জেতেন প্রিয়াঙ্কা ও জাহ্নবী। পোখরা রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে এই আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে নেপালের ইউথ স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট ফোরাম। নেপাল ও ভারতের প্রায় তিন শতাধিক প্রতিযোগী এই খেলায় অংশগ্রহণ করেন। ক্যারাটে ছাড়াও তাইকান্ডু,লাঠি,কিক বক্সিং, রেসলিং,একশো মিটার দৌড়, জুডো ইত্যাদি একাধিক ইভেন্ট রাখা হয়েছিল। রাজ্য পুলিশের কর্মী তথা ক্যারাটে প্রশিক্ষক কৌশভ সান্যাল ষাট থেকে পঁয়ষট্টি কেজি পুরুষ বিভাগে খেলে স্বর্ণপদক জিতে নেন। জানা গেছে, রাজ্য পুলিশে চাকরি করার সাথে সাথেই তিনি ক্যারাটে সম্প্রসারণের জন্য বীরভূম জেলার ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ২০১৯ সালে গুয়াহাটিতে

আয়োজিত জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছিলেন তিনি। কৌশভবাবু বলেন, দীর্ঘ ছাব্বিশ ধরে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। একাধিক জাতীয় স্তরের প্রতিযোগীতায় সফলতা অর্জন করলেও টাকার অভাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলতে পারেন নি। তবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলার স্বপ্ন দেখতে ভুলে যান নি এই প্রশিক্ষক। তাই চাকরির পাশাপাশি নিজেকে তৈরি করে গেছেন প্রত্যেকদিন যদি কোনোদিন সুযোগ আসে তার জন্য। সুযোগ যখন এল তখন তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায়। এই বয়সে এসে বেশিরভাগ প্রশিক্ষকরা যখন খেলার কথা ভাবতেই ভুলে যান তখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাপিয়ে খেলে পদক জিতে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন বয়সটা সত্যিই একটা সংখ্যা মাত্র। একইসাথে পারমিতা দত্তরায় তাঁর ছয়মাসের শিশুকন্যাকে সামলে প্রথম ক্যারাটেয় ভর্তি হয়ে চার বছরের মধ্যে রাজ্য,জাতীয় স্তরের পর আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকেও জিতে নিয়েছেন স্বর্ণপদক। হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বরের বাসিন্দা জাহ্নবী বিশ্বাস তাঁর দশবছরের মেয়েকে সাথে নিয়েই যোগ দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মঞ্চে । সন্তান এবং সংসার সামলেও যে স্বপ্নকে সার্থক করা যায় তা এই দুই বঙ্গ নারী প্রমাণ করেছেন। বোলপুরের বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা মুর্মূ সুদূর শিলিগুড়ির একটি বিটেক কলেজে পড়াশোনা করেন। নিজের পড়াশোনা সামলেও শিলিগুড়ি থেকে বোলপুরে এসে ক্যারাটে ক্লাশ করে যেতেন। খেলাধূলা করলে নাম্বার কম আসে এই ধারনার মূলে কষাঘাত করে প্রিয়াঙ্কাও আজ সিলভার পদকের অধিকারী। বাংলা থেকে কৌশভ বাবু সহ চারজন এই প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতা থেকে পদক জিতে বাংলার সম্মান বাড়িয়েছেন। ইতিমধ্যেই একাধিক সংস্থা তাঁদের সম্মান জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্যে পাড়ি দিলেন পিয়ালি

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ চলতি মাসে শুরু হচ্ছে পর্বতারোহণের মরশুম। দুর্ভেদ্যকে জয় করার তাগিদে এবারও অভিযানে সামিল হচ্ছেন এ রাজ্যের পর্বতারোহীরা। তাদের মধ্যে কেউ এবার যাবেন নতুন কোনও শৃঙ্গ জয়ে। যাবেন নতুন কোনও শৃঙ্গ জয়ে দুর্গম পথ ধরে, নতুন কোনও পন্থায়। রবিবার ৩ এপ্রিল এভারেস্ট জয়ের উদ্দেশ্যে চন্দননগর থেকে মিথিলা এক্সপ্রেসে রওনা হয়েছেন পিয়ালি বসাক। তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাতে এদিন চন্দননগরের বহু মানুষ দুপুর ২টোর সময় স্টেশনে পৌঁছে যান। এমনকি প্রচুর সাংবাদিকও হাজির ছিলেন। এর আগে এভারেস্ট জয় রাজ্যের অনেকেই করেছেন। কিন্তু পিয়ালি যা করতে যাচ্ছেন তা এককথায় প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি কোনও অক্সিজেন সিলিন্ডারের সাহায্য ছাড়াই বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করতে রওনা হয়েছেন। এর আগে তিনি দেশের

প্রথম মহিলা হিসাবে অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া ধৌলাগিরি শৃঙ্গ জয় করেছেন। এদিন কার্যত চন্দননগর স্টেশনে থিকথিক করছিল ভিড়। হঠাৎই সবাইকে চমকে দিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ পিয়ালিকে অভিনন্দন জানায়। বেসক্যাম্প থেকে তাঁর মূল অভিযান শুরু হবে। ইতিমধ্যেই সে ১০টি শৃঙ্গ জয় করেছেন। পর্বতারোহীদের কাছে পিয়ালি বসাক একটি পরিচিত নাম। চন্দননগর পুরনিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মোহিত নন্দী বলেন, এই পর্বত অভিযানের আর্থিক খরচ ৩৬ লাখ টাকা। কিন্তু সর্বসাপেক্ষে উঠছে ১২ লাখ টাকা। এখনও সবটা উঠে আসেনি। আশা করছি দ্রুত তা সম্ভব হবে। এদিন আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে হুগলির মা মিশন আশ্রমের কর্ণধার কার্তিক দত্ত বণিক পিয়ালিকে ব্যাজ পরিয়ে উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধিত শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ কামনা করেন। এরকমই কার্তিক বাবুর কাছের ছিলেন তরুণ পর্বতারোহী কুন্তল কাঁড়ার। তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করার নেশায় গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। এদিন পিয়ালির মা স্বপ্না ও তাঁর অসুস্থ বাবা তপনকে স্টেশনে পৌঁছতে চন্দননগর পাঠাগারের সুমন্ত পাল ও প্রতিবেদক সাহায্য করেন। রঙিন মাছের গবেষক ও লেখক পতিতপাবন হালদার উপস্থিত ছিলেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com